ঈমানের দুর্বলতা

শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

প্রকাশকের কথা

পূর্ববর্তী মুসলিমদের মধ্যে কেউ কোনো অন্যায়-অপরাধ করে ফেললে খুব অনুতপ্ত হত, দ্রুত নিজেকে সংশোধন করে নেওয়ার চেষ্টা-কোশিশ করত। কিন্তু বর্তমানে ফিতনা-ফাসাদ এত বেড়েছে যে, আজকের অধিকাংশ মানুষই এসব ব্যাপারে অনুভূতিহীন হয়ে ওঠেছে, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝার বোধটুকুও হারিয়ে ফেলেছে; এমনকি অন্যায় কাজকে সমর্থনের পেছনে যুক্তি-তর্ক পর্যন্ত উপস্থাপন করছে। যারা অবিশ্বাসের ব্যাধিতে আক্রান্ত, তাদের কথা বাদই দিলাম, যারা নিজেদের মুমিন-মুসলিম দাবি করে- তাদের অবস্থাই-বা কী? কোনো একটি গুনাহ ব্যাপক হচ্ছে তো অনেকেই এটাকে সাধারণ-স্বাভাবিক ভাবতে শুরু করে; এমনকি এক সময় এ গুনাহটিই হয়ে যায় সবার মাঝে প্রচলিত সামাজিক বিষয়! কেন এমন হচ্ছে? কারণ, আজকের অধিকাংশ ঈমানদারই ঈমানের দুর্বলতায় ভুগছে। ঈমানীশক্তি নিস্তেজ হওয়ার কারণে গুনাহ'র সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে।

সাধারণত কোন কোন বিষয়গুলো দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ? ঈমানের দুর্বলতার কারণগুলো কী কী? আর এসবের চিকিৎসাই-বা কী? এ বিষয়গুলো খুব সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 'ঈমানের দুর্বলতা' নামক বইটিতে। বইটি পড়ে প্রত্যেক মুমিন নিজের ঈমানের দুর্বলতা কাটিয়ে ঈমানীশক্তিতে বলীয়ান হওয়ার শিক্ষা লাভ করতে পারবে, ইন-শাআল্লাহ।

- মুফতি ইউনুস মাহবুব

ঈমানের দুর্বলতা

শাইখ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

আল ইহদা

তাদের জন্য– যারা ঈমানের পূর্ণতা লাভ করতে চায়। আর যারা চায়– এমন কঠিন ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে, যা ঈমানীশক্তিকে নিস্তেজ করে দেয়।

ভূমিকা

إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله،

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ﴾

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾

সমস্ত প্রশংসাই একমাত্র আল্লাহ তাআলা'র জন্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করছি। তাঁরই কাছে সাহায্য চাচ্ছি, তাঁর কাছে হিদায়াত চাচ্ছি এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের আত্মার কুমন্ত্রণা এবং আমাদের খারাপ আমল হতে আশ্রয় চাচ্ছি। আল্লাহ তাআলা যাকে হিদায়াত দান করেন, তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না। আর তিনি যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোনো শরীক নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল।

> "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত, ঠিক তেমনিভাবে ভয় করতে থাক। এবং অবশ্যই মুসলমান না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না।"[১]

---

১. সূরা আলে ইমরান: ১০২

"হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গিনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট হক চেয়ে থাক এবং আত্মীয়দের (অধিকার খর্ব করার) ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি লক্ষ্য রাখছেন।"[২]

"হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের আমল-আচরণ সংশোধন করবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই মহাসাফল্য অর্জন করবে।"[৩]

ঈমানের দুর্বলতা আজ মুসলমানদের মাঝে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। অনেকেই নিজের অন্তঃকরণের কাঠিন্যতা স্বীকার করে। তাদের বক্তব্য এরূপ, আমি নিজের মনের কাঠিন্যতা অনুভব করি। ইবাদত করে মজা পাই না। আমি অনুভব করি যে, আমার ঈমানের শক্তি নেই। কুরআন পড়ে আমি প্রভাবিত হই না। সহজেই গুনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ি।

অনেকের মাঝে এ ব্যাধি রয়েছে, তা স্পষ্টভাবে দেখা যায়। এ ব্যাধিই সব বিপদের মূল এবং সব অবনতির কারণ।

অন্তঃকরণের বিষয়টি খুবই স্পর্শকাতর এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অন্তঃকরণকে আরবীতে 'ক্বলব'– পরিবর্তনশীল বলা হয়েছে। এ কারণেই যে, তা দ্রুত পরিবর্তনশীল। নবী কারীম ﷺ বলেন–

إِنَّمَا سُمِّيَ الْقَلْبُ مِنْ تَقَلُّبِهِ، إِنَّمَا مَثَلُ الْقَلْبِ كَمَثَلِ رِيشَةٍ مُعَلَّقَةٍ فِي أَصْلِ شَجَرَةٍ تُقَلِّبُهَا الرِّيحُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ

"অন্তঃকরণকে ক্বলব বলা হয়েছে, তা বেশি বেশি পরিবর্তন হওয়ার কারণে। অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো, একটি পাখির

২. সূরা নিসা: ১
৩. সূরা আহযাব: ৭০-৭১

পালকের মতো। যা গাছের ডালে ঝুলানো আছে। বাতাস সেটিকে এদিক ওদিক ঘুরাচ্ছে।"[৪]

অপর বর্ণনায় এসেছে অন্তঃকরণের উদাহরণ হলো, একটি পাখির পালকের মতো; যা মরুভূমিতে পড়ে রয়েছে। বাতাস সেটিকে উলট-পালট করছে।

এটি খুবই পরিবর্তনশীল। যেমনটি রাসূল ﷺ তাঁর এ বাণীতে চিত্রিত করেছেন–

لَقَلْبُ ابْنِ آدَمَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلَيَانًا

"আদম সন্তানের অন্তঃকরণ ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও দ্রুত পরিবর্তনশীল।" অপর বর্ণনায় এসেছে, "ফুটন্ত পাতিলের চেয়েও বেশি পরিবর্তনশীল।"[৫]

মহান আল্লাহ অন্তঃকরণকে পরিবর্তন করেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. হতে বর্ণিত। তিনি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছেন যে–

إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ، يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ

"সমস্ত আদম সন্তানের অন্তর মহান প্রভুর দুই আঙ্গুলের মাঝে একটি অন্তঃকরণের ন্যায়। তিনি একে যেভাবে ইচ্ছা পরিবর্তন করেন। অতঃপর রাসূল ﷺ বলেন, হে অন্তঃকরণকে পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তঃকরণকে আপনার আনুগত্যের পানে ফিরিয়ে দিন।"[৬]

আল্লাহ তাআলা মানুষ ও তার অন্তকরণের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ান। একমাত্র যারা অনুগত অন্তঃকরণ নিয়ে (আল্লাহর কাছে) উপস্থিত হবে,

৪. মুসনাদে আহমাদ: ১৯৬৬১ (৪/৪০৮)
৫. আস-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম: ২২৬; মুস্তাদরাকে হাকিম: ৩১৪২
৬. সহীহ মুসলিম: ২৬৫৪

তারা ব্যতীত কিয়ামতের দিন আর কেউই মুক্তি পাবে না। আর যাদের অন্তঃকরণ আল্লাহ তাআলা'র স্মরণের ব্যাপারে কঠিন, তাদের জন্য ধ্বংসই অনিবার্য।

একজন মুমিনকে অবশ্যই তার অন্তঃকরণকে ভালোভাবে পরীক্ষা করে দেখতে হবে। সম্ভাব্য ব্যাধি সম্পর্কে জানতে হবে এবং রোগের কারণ বুঝে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে; যেন এতে কালো দাগ না পড়ে এবং তা ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে না পৌঁছে। বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বিপজ্জনক। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অন্ধ, কঠিন, বন্ধ, রোগাক্রান্ত এবং মোহরমারা অন্তর সম্পর্কে সতর্ক করেছেন।

আমরা পরবর্তী আলোচনায় ঈমানের দুর্বলতার কারণসমূহ চিহ্নিত করে এর চিকিৎসার ব্যাপারে আলোচনা করব। আমি মহান আল্লাহর সমীপে দুআ করি, তিনি যেন এ প্রচেষ্টার দ্বারা আমাকে এবং আমার ভাইদেরকে উপকৃত করেন এবং এর উত্তম প্রতিফল দান করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে নরম করে দেন এবং হিদায়াতের সঠিক পথ দেখান (আমীন)। তিনিই উত্তম অভিভাবক এবং উৎকৃষ্ট আশ্রয়স্থল।

- মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঈমানের দুর্বলতার কারণ

তৃতীয় অধ্যায়: দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা

প্রথম অধ্যায়

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ

দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ বিভিন্নভাবে ঘটতে পারে। যেমন:

০১. পাপাচারে নিমজ্জিত হওয়া এবং হারাম কাজ করা: অনেক পাপিষ্ঠ ব্যক্তি পাপ করে এর ওপর অটল থাকে। কেউ কেউ আবার নানান ধরনের পাপ করে থাকে। বেশি বেশি পাপে নিমজ্জিত হলে তা অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। ক্রমান্বয়ে এমন অনুভূতি গড়ে ওঠে যে, পাপ কাজ করতে ভাল লাগে। যেমন, হাদীসে উল্লেখ রয়েছে–

كُلُّ أُمَّتِي مُعَافًى إِلَّا المُجَاهِرِينَ، وَإِنَّ مِنَ المُجَاهَرَةِ أَنْ يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ: يَا فُلاَنُ، عَمِلْتُ البَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا، وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ، وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللهِ عَنْهُ

"আমার সমস্ত উম্মতকে ক্ষমা করা হবে। একমাত্র প্রকাশকারী ব্যতীত। প্রকাশকারী হলো সেই ব্যক্তি, যে রাত্রে পাপ করার পরে আল্লাহ তা গোপন রেখেছেন। কিন্তু সকালে সে বলে, হে অমুক! আমি আজ রাতে এমন এমন কাজ করেছি। অথচ সে এমন অবস্থায় রাত অতিবাহিত করল যে, তার রব তার কর্ম গোপন রেখেছিলেন। আর সে ভোরে ওঠে তার ওপর আল্লাহর পর্দা খুলে ফেলল।"[৭]

০২. অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা অনুভব করা: মানুষ তার অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করে। মনে হয় যেন তা একটি কঠিন পাথরে রূপান্তরিত হয়েছে। কোনো কিছুই এর ওপর ক্রিয়া করছে না। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴾

---

৭. সহীহ বুখারী: ৬০৬৯; ফাতহুল বারী: ১০/৪৮৬

"অতঃপর তোমাদের অন্তর এ ঘটনার পর কঠিন হয়ে গেছে। এটি যেন পাথরের মতো অথবা এর চেয়েও কঠিন।"[৮]

যার অন্তর কঠিন হয়ে যায়, তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করার উপদেশ দিলে বা কোনো মৃত্যুর ঘটনা, এমনকি জানাযা দেখলেও সে প্রভাবিত হয় না। সে নিজেই জানাযা বহন করল এবং লাশ কবরস্থ করল; কিন্তু এ কবরের ভিতর নিজের গমনাগমনের ব্যাপারে কোনো প্রতিক্রিয়া তার মাঝে সৃষ্টি হয় না।

০৩. ভালোভাবে ইবাদত না করাঃ যেমন, নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, দুআর সময় একাগ্র-একনিষ্ঠ না থাকা। দুআ করার সময় এর অর্থের দিকে খেয়াল না করা, মনে হয় যেন এমনিতেই তা মুখে আওড়িয়ে যাচ্ছে; যদিও সে এ দুআ নির্দিষ্ট সময়ে মাসনূন তরীকায় পাঠ করে থাকে। মহান আল্লাহ গাফেল ও উদাসীন ব্যক্তির দুআ কবুল করেন না।[৯]

০৪. আনুগত্য ও ইবাদতে শৈথিল্যতা ও অলসতা প্রদর্শন করাঃ সঠিক সময়ে ইবাদত করে না। আর যদি ইবাদত করে; তবে তাতে প্রাণ থাকে না। মহান প্রভু মুনাফিকদের সম্পর্কে বলেন—

﴿ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ ﴾

"বস্তুত তারা যখন নামাজে দাঁড়ায়, তখন দাঁড়ায় একান্ত শিথিলভাবে।"[১০]

ইবাদতের সময় পার হয়ে গেলে এর জন্য তাদের মনে কোনো কষ্ট অনুভব হয় না। হাজ্ব আদায় করে না। জামাতে নামাজ আদায় করে না। উপরন্তু জুমার নামাজেও দেরি করে। রাসূল ﷺ বলেন—

لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّار

৮. সূরা বাকারা: ৭৪
৯. সুনানে তিরমিযী: ৩৪৭৯
১০. সূরা নিসা: ১৪২

"যে সম্প্রদায় জামাতের প্রথম কাতারে উপস্থিত হতে সব সময় দেরি করতে থাকবে, শেষ অবধি আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।"[১১]

তেমনিভাবে ফরয নামাজ না পড়ে ঘুমিয়ে গেলেও মনে কষ্ট অনুভব করে না। সুন্নাতে মুয়াক্কাদা বা ফরযে কিফায়া ছুটে গেলে ইচ্ছাকৃতভাবেই তা আদায় করে না। এমনকি ঈদের জামাতেও উপস্থিত হয় না। জানাযার নামাজ পড়তে চায় না। প্রকৃতপক্ষে, সে নেকীর কাজ করতে আগ্রহী নয়। সে হলো আল্লাহ তাআলা'র এ বাণীর সম্পূর্ণ বিপরীত।

﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ ﴾

"তাঁরা সৎকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়ত, তাঁরা আশা ও ভীতি সহকারে আমাকে ডাকত এবং তাঁরা ছিল আমার কাছে বিনীত।"[১২]

ইবাদতের ক্ষেত্রে অলসতার বহিঃপ্রকাশ হলো রাতে তাহাজ্জুদ না পড়া। সুন্নাত আদায়ে অনীহা প্রদর্শন করা, মাসজিদের দিকে তাড়াতাড়ি না যাওয়া ইত্যাদি।

০৫. মেজাজের ভারসাম্যহীনতা এবং বক্ষের অপ্রশস্ততা: মনে হয়, যেন তার বুকের ওপর জগদ্দল পাথর চেপে আছে। সামান্যতেই উত্তেজিত হয়ে পড়ে। কারো সাথেই সুসম্পর্ক বজায় রাখে না। অথচ, রাসূল ﷺ ঈমানের কথা এভাবে বলেছেন– الإيمان: الصبر والسماحة "ধৈর্যধারণ করা এবং ক্ষমা করাই হলো ঈমান।"[১৩] তিনি মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন এভাবে–

يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف

"সে নিজে আকৃষ্ট হবে, অন্যকে আকৃষ্ট করবে। সেই ব্যক্তির

---

১১. সুনানে আবু দাউদ: ৬৭৯
১২. সূরা আম্বিয়া: ৯০
১৩. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ: ৫৫৪

মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে নিজে আকৃষ্ট হয় না এবং যার দিকে অন্য কেউ আকৃষ্ট হয় না।”[১৪]

০৬. কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া: পবিত্র কুরআনের ওয়াদা, এর শাস্তি অথবা এর নির্দেশ বা নিষেধ কিংবা কিয়ামতের চিত্রের কথা জেনেও মনে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় না। দুর্বল ঈমানদার ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত শুনতে আগ্রহী হয় না। কোথাও কুরআন তিলাওয়াত শুনলে বা পড়লে তার মন চায়, যেন তা তাড়াতাড়িই বন্ধ হয়ে যায়।

০৭. আল্লাহ তাআলা'র স্মরণ এবং তাঁর নিকট প্রার্থনার ব্যাপারে গাফেল থাকা: যার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে, আল্লাহর যিকির করাকে সে কঠিন মনে করে এবং যখন সে দুআ করতে হাত ওঠায়, খুব দ্রুতই হাত গুটিয়ে ফেলে। আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন–

﴿ وَلَا يَذْكُرُونَ اللهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾

“আর তারা আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে।”[১৫]

০৮. কোনো হারাম কাজ সংঘটিত হতে দেখলেও ক্রোধের সঞ্চার না হওয়া: কেননা, প্রত্যেকের অন্তরেই এ গায়রত বা বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো কিছু কাউকে করতে দেখলে, তার মনে ক্রোধের সংঞ্চার হবে। যদি তা না হয়, এটা তার দুর্বল ঈমানের প্রকাশ। রোগাক্রান্ত অন্তরের কথা রাসূল ﷺ তাঁর সহীহ হাদীসে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَالْحَصِيرِ عُودًا عُودًا، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا {أي: دخلت فيه دخولاً تاماً} نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ {أي: نقط فيه نقطة} حتى يصل الأمر إلى أن يصبح كما أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: أَسْوَدُ مُرْبَادًّا{بياض يسير

১৪. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ: ৪২৭
১৫. সূরা নিসা: ১৪২

"মানুষের অন্তরে ফিতনা দানা বাঁধে। যেমন চাটাই একটি একটি করে পাতা দিয়ে গাঁথা হয়ে থাকে। সুতরাং যে অন্তর এগুলি গ্রহণ করবে, তার অন্তঃকরণের ওপর একটি করে কালো দাগ পড়তে থাকে। অবস্থা এমন হয় যে, তা আস্তে আস্তে হাঁড়ির কালির মতো অন্ধকার হয়ে যায়। তখন এ অন্তর ভালোকে ভালো বলে চিনে না এবং মন্দকে মন্দ বলে গণ্য করে না। সে মনে যা চায়, তা-ই করে।"[১৬]

০৯. নিজেকে প্রকাশ করতে ভালোবাসা: এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। যেমন, নেতৃত্বের আকাঙ্ক্ষা এবং দায়িত্বের বিপজ্জনক অবস্থার (জবাবদিহিতা) প্রতি গুরুত্ব না দেওয়া। অথচ, এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন–

إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ، وَسَتَكُونُ نَدَامَةً يَوْمَ القِيَامَةِ، فَنِعْمَ المُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الفَاطِمَةُ

"নিশ্চয়ই তোমরা নেতৃত্বের ব্যাপারে আগ্রহী। অথচ, কিয়ামতের দিন তোমাদের জন্য তা অপমান ও লাঞ্ছনার কারণ হবে। এর প্রথম দিক তো খুবই সুখকর। কিন্তু শেষ পরিণতি খুবই ভয়ঙ্কর।"[১৭]

১০. কৃপণতা: মহান আল্লাহ আনসারদের প্রশংসা করে বলেন–

﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾

"এবং তাঁরা নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দান করে।"[১৮]

---

১৬. সহীহ মুসলিম: ১৪৪
১৭. সহীহ বুখারী: ৭১৪৮
১৮. সূরা হাশর: ৯

এবং তিনি এ কথাও বর্ণনা করেছেন–

﴿ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

"যাঁরা কৃপণতা থেকে মুক্ত হতে পেরেছে, তাঁরাই প্রকৃত সফলকাম।"[১৯]

এ কথা নিশ্চিত যে, দুর্বল ঈমানের কারণে কৃপণতা সৃষ্টি হয়। রাসূল ﷺ বলেছেন–

لَا يَجْتَمِعُ الشُّحُّ وَالْإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أَبَدًا

"কস্মিনকালেও কোনো বান্দার অন্তরে কৃপণতা ও ঈমান একত্র হতে পারে না।"[২০]

কৃপণতা খুবই বিপজ্জনক এবং এর ফলে আত্মার ওপর বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে। রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشُّحِّ، أَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا

"তোমরা কৃপণতা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা কৃপণতার কারণে ধ্বংস হয়েছে। অর্থলোভ তাদেরকে কৃপণতার আদেশ করেছে; ফলে তারা কৃপণতা করেছে। তাদেরকে আত্মীয়তা ছিন্ন করার আদেশ করেছে; তখন তারা তাই করেছে এবং তাদেরকে পাপাচারে প্ররোচিত করেছে, তখন তারা তাতে লিপ্ত হয়েছে।"[২১]

কৃপণ ব্যক্তি কখনো কারো দুঃখে হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসতে পারে না। তার অপর মুসলমান ভাইয়ের জন্য আর্থিক সাহায্যে এগিয়ে আসে

---

১৯. সূরা হাশর: ৯
২০. সুনানে নাসায়ী: ৩১১০ (৬/১৩)
২১. সুনানে আবু দাউদ: ১৬৯৮ (২/৩২৪)

না। গরীব-দুঃখীদের কষ্ট লাঘবে তার মন গলে না। মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেন–

﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ وَاللهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ﴾

"শোন, তোমরাই তো তারা; যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করার আহ্বান জানানো হচ্ছে, অতঃপর তোমাদের কেউ কেউ কৃপণতা করছে। যারা কৃপণতা করছে, তারা নিজেদের প্রতিই কৃপণতা করছে। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; তবে তিনি তোমাদের পরিবর্তে অন্য জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবেন, এরপর তারা তোমাদের মতো হবে না।"[২২]

১১. কথা ও কাজে গরমিল: এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ـ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা কর না, তা কেন বল? তোমরা যা কর না, তা বলা আল্লাহর কাছে খুবই অসন্তোষজনক।"[২৩]

নিঃসন্দেহে এটা এক ধরনের মুনাফিকী। যে ব্যক্তির কাজ তার কথার বিপরীত হবে, সে আল্লাহর নিকট ঘৃণিত হবে এবং মানুষের নিকটও অপছন্দনীয় হবে। জাহান্নামীরা তার স্বরূপ উন্মোচন করবে। সে সৎকাজের আদেশ দিত; কিন্তু নিজে তা করত না এবং অসৎকাজে নিষেধ করত; কিন্তু সেগুলো আবার নিজেই করত।

১২. মুসলমান ভাইয়ের বিপদ দেখলে বা কোনো ক্ষতি হলে অথবা ব্যর্থতা দেখলে খুশি হওয়া: এ কথা ভেবে খুশি হয় যে, ওর তো এটা ক্ষতি হলো।

---

২২. সূরা মুহাম্মাদ: ৩৮
২৩. সূরা সফ: ২-৩

ওহো! এটা কতই না ভালো হলো! এ ধরনের মানসিকতা ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশ।

১৩. শুধুমাত্র কাজটি অপন্দনীয় কি না তা ভাবা: কোনো কাজে গুনাহ হবে কি না তা মোটেও না ভাবা। অনেকেই জিজ্ঞেস করে, এ কাজ করলে গুনাহ হবে নাকি? এটি কি হারাম না মাকরূহ? এ ধরনের মনোবৃত্তি হারামের দিকেই নিয়ে যায়– সন্দেহযুক্ত বিষয়কে কর্মে পরিণত করার জন্য। কেউ সন্দেহযুক্ত কাজ করলে এ আশঙ্কা রয়েছে যে, একদিন সে হারাম কাজ করে ফেলবে। এ ব্যাপারে রাসূল ﷺ সতর্ক করে বলেছেন–

مَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ

"যে ব্যক্তি সন্দেহ-সংশয়ে পতিত হলো, সে হারাম কাজ করল। যেমন, কেউ যদি নিষিদ্ধ চারণভূমির পাশে ছাগল চরায়; তাহলে আশঙ্কা রয়েছে যে, সে নিষিদ্ধ চারণভূমিতে চরাবে।"[২৪]

বরং অনেকে ফতোয়া চায় এই বলে যে, যদি বলা হয় এটি হারাম; তাহলে প্রশ্ন করে, এর হুরমাত (অবৈধতা) কি খুবই কঠিন? এটি করলে কেমন গুনাহ হতে পারে? এ ধরনের লোক তো খারাপ বা মাকরূহ কাজ হতে দূরে থাকেই না; এমনকি হারাম কাজ পরিহার করার মানসিকতাও রাখে না। এরা হারাম কাজ করতে গিয়ে গুনাহের প্রতি কোনো ভ্রূক্ষেপই করে না। এদের ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেছেন–

لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا، فَيَجْعَلُهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا، قَالَ ثَوْبَانُ: يَا رَسُولَ اللهِ صِفْهُمْ لَنَا، جَلِّهِمْ لَنَا أَنْ لَا نَكُونَ مِنْهُمْ، وَنَحْنُ لَا نَعْلَمُ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ، وَمِنْ جِلْدَتِكُمْ، وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللهِ انْتَهَكُوهَا

২৪. সহীহ বুখারী: ৫২, সহীহ মুসলিম: ১৫৯৯

"আমি আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায়ের কথা জানি, যারা কিয়ামতের দিন তিহামা পাহাড় পরিমাণ নেকী নিয়ে হাজির হবে। আল্লাহ এগুলিকে ধুলিকণার মতো উড়িয়ে দেবেন। হযরত ছাওবান রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এদের গুণাবলি বলুন, এদের চিহ্নিত করুন, যেন আমরা অজান্তে এদের মতো না হয়ে যাই। তিনি বলেন, তারা তোমাদেরই ভাই এবং স্বজাতি। তোমাদের মতোই রাতে তাহাজ্জুদ পড়বে; কিন্তু তারা এমন লোক, সুযোগ পেলেই হারাম কাজ করে বসবে।"[২৫]

হযরত ইবনে মাসউদ রাযি. মুমিন ও মুনাফিকের অবস্থা এভাবে বর্ণনা করেছেন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ، وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَقَالَ بِهِ هَكَذَا أي دفعه بيده

"মুমিন ব্যক্তি তার গুনাহকে এভাবে দেখে, যেন সে পাহাড়ের নিচে বসে আছে আর সেটি তার ওপর পড়ে যাবে– এ আশঙ্কায় সে শঙ্কিত। আর পাপী ব্যক্তি তার গুনাহকে এভাবে দেখে, যেন তার নাকের ওপর একটি মাছি বসেছে, আর সে তা হাতের ইশারায় তাড়িয়ে দিল।"[২৬]

১৪. ভালো কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করা এবং ছোট ছোট নেকীর কাজকে গুরুত্ব না দেওয়া: নবী কারীম ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন আমরা যেন এমন না হই। ইমাম আহমাদ হযরত আবু জরাই আল হুজাইমী রাযি. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন–

أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ فَعَلِّمْنَا شَيْئًا يَنْفَعُنَا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِهِ

---

২৫. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪২৪৫
২৬. সহীহ বুখারী: ৬৩০৮; ফাতহুল বারী: ১১/১০২

قَالَ لَا تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي وَلَوْ أَنْ تُكَلِّمَ أَخَاكَ وَوَجْهُكَ إِلَيْهِ مُنْبَسِطٌ

"আমি রাসূল ﷺ এর নিকট গেলাম। অতঃপর বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা গ্রামের অধিবাসী। আমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দিন, যা দ্বারা আল্লাহ তাআলা আমাদের কল্যাণ করেন। তখন তিনি বললেন, তুমি নেকীর কাজকে তুচ্ছজ্ঞান করবে না। যদিও তুমি তোমার ভাইয়ের পাত্রে বালতি থেকে একটু পানি ঢেলে দাও অথবা তোমার কোনো ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বল।"[২৭]

এ জন্যই কারো পাত্রে একটু পানি ঢেলে দেওয়া বা কারো সাথে হাসি মুখে কথা বলা এবং মাসজিদ থেকে ময়লা আবর্জনা দূর করা– এমন ছোট ছোট কাজও গুনাহ মাফের কারণ হবে। মহান আল্লাহ তাঁর বান্দার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে এসব কাজের জন্য তাকে ক্ষমা করে দেবেন। আপনি কি রাসূল ﷺ এর হাদীসটি জানেন না যে, তিনি বলেছেন–

مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلَى ظَهْرِ طَرِيقٍ، فَقَالَ: وَاللهِ لَأُنَحِّيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ

"এক ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখল, এক গাছের একটি ডাল রাস্তার ওপর পড়ে আছে। সে ব্যক্তি বলল, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই এটিকে মুসলমানদের পথ থেকে সরিয়ে দেব; যেন তা তাদেরকে কষ্ট না দেয়। এ জন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।"[২৮]

যে ব্যক্তি ছোট-খাটো নেকীর কাজকে অবজ্ঞা বা তুচ্ছজ্ঞান করবে, সে বিরাট প্রতিদান থেকে বঞ্চিত হবে। কেননা নবী কারীম ﷺ বলেছেন–

২৭. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৬৩
২৮. সহীহ মুসলিম: ১৯১৪

مَنْ أَمَاطَ أَذًى عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ كُتِبَ لَهُ حَسَنَةٌ، وَمَنْ تُقُبِّلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ

"যে ব্যক্তি মুসলমানদের চলার পথ থেকে কষ্টদায়ক কিছু দূর করবে, তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর যার একটি নেকী কবুল হবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[২৯]

হযরত মুআয ইবনে জাবাল রাযি. এর সাথে অপর এক ব্যক্তি হেঁটে যাচ্ছিল। পথে তিনি রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে ফেললেন। সে ব্যক্তি বলল, এটি কি করলেন? তিনি বললেন, আমি রাসূল ﷺ কে বলতে শুনেছি, "যে ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটি পাথর সরিয়ে দেবে, যা মানুষকে কষ্ট দিত; তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে। আর যার একটি নেকী থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৩০]

১৫. মুসলমানদের সমস্যার ব্যাপারে গুরুত্ব না দেওয়া: এর জন্য কোনো অনুদান বা নিজের পক্ষ থেকে দুআ না করা। সে একেবারে ঠাণ্ডা অনুভূতির লোক। বিশ্বের মুসলমানদের ওপর কোথায় আক্রমণ হচ্ছে বা কোথায় তারা প্রাকৃতিক বিপদে পড়ছে– এ ব্যাপারে তার মাঝে সামান্য অনুভূতিও নেই। সে শুধু নিজের নিরাপত্তা নিয়েই সন্তুষ্ট। এর কারণ হচ্ছে তার ঈমান দুর্বল। কেননা, একজন মুমিন অবশ্যই এমন স্বভাবের বিপরীত হবে। রাসূল ﷺ বলেছেন–

إِنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ أَهْلِ الإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، يَأْلَمُ الْمُؤْمِنُ لِأَهْلِ الإِيمَانِ، كَمَا يَأْلَمُ الْجَسَدُ لِمَا فِي الرَّأْسِ

"নিশ্চয়ই মুমিন হলো মুমিনের শরীরের মাথার মতো। একজন মুমিন অপর মুমিনের দুঃখে দুঃখিত হবে, যেমন মাথায় ব্যথা হলে সারা শরীর ব্যথা অনুভব করে।"[৩১]

---

২৯. আদাবুল মুফরাদ: ৫৯৩
৩০. আল মু'জামুল কাবীর: ২০/১০১
৩১. মুসনাদে আহমাদ: ৫/৩৪০

১৬. ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন করা: নবী কারীম ﷺ বলেন–

مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فِي اللهِ جَلَّ وَعَزَّ أَوْ فِي الْإِسْلَامِ، فَيُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِلَّا بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا

"যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে বা ইসলামের স্বার্থে তার অপর ভাইয়ের সাথে সম্পর্ক গড়ে, তাহলে তা একমাত্র ছিন্ন হতে পারে, যদি তাদের কেউ কোনো গুনাহ করে কেবল তখনই।"[৩২]

এটিই প্রমাণ যে গুনাহের কারণে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিন্ন হয়ে যায়। গুনাহের কারণে ভাইয়ে ভাইয়ে সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং তার ব্যাপারে দেওয়া আল্লাহ তাআলা'র প্রতিরোধ ভেঙে যায়। অথচ, আল্লাহ তাআলা মুমিনদের পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করে থাকেন।

১৭. দ্বীনের কাজে দায়িত্ব পালনের প্রতি অনুভূতি না থাকাও দুর্বল ঈমানের বহিঃপ্রকাশ: এমন লোকেরা দ্বীনের প্রচার ও প্রসারের জন্য এগিয়ে আসে না। এটা রাসূল ﷺ এর সাহাবীদের সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁরা ইসলামে প্রবেশ করার সাথে সাথেই দ্বীন প্রচারকে নিজেদের দায়িত্ব বলে মনে করতেন। তুফাইল ইবনে আমর রাযি. এর ঘটনাই দেখুন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করার পরপরই রাসূল ﷺ এর নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন, নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে দ্বীন প্রচারের জন্য। আজ আমরা অনেকেই দাওয়াতের কাজ শুরু করতে বেশ দেরি করি।

নবী কারীম ﷺ এর সাহাবাগণ ইসলাম গ্রহণের পর দাওয়াতের কাজে সহায়ক কাজকর্ম শুরু করে দিতেন। কাফেরদের সাথে বন্ধুত্বের অবসান ঘটাতেন। তাদেরকে দ্বীনের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলতে সচেষ্ট হতেন। দেখুন, ছুমামা ইবনে উছাল রাযি. এর ঘটনা প্রবাহের দিকে। তিনি ছিলেন ইয়ামামার গোত্রপতি। তাকে যখন বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং মাসজিদে নববীর খুঁটির সাথে বেঁধে রাখা হয়, নবী কারীম ﷺ তখন তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তার অন্তঃকরণকে

---

৩২. আদাবুল মুফরাদ: ৪০১

ইসলামের আলো দ্বারা আলোকিত করেন। ফলে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। এরপর উমরাহ করতে মক্কায় যান। মক্কায় পৌঁছে তিনি কুরাইশ সরদারদের বললেন–

وَلَا وَاللهِ لَا يَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حِنْطَةٌ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"না, আল্লাহর কসম! এখন থেকে রাসূল ﷺ এর অনুমতি ব্যতীত ইয়ামামা থেকে একটি গমের দানাও তোমাদের নিকট পৌঁছবে না।"[৩৩]

তিনি কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করেন এবং তাদের ওপর অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করেন। যেন তারা দাওয়াতের প্রতি এগিয়ে আসতে বাধ্য হয়। আর এটি ছিল তাৎক্ষণিক। তাঁর বলিষ্ঠ ঈমান তাঁকে এ কাজের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছে।

১৮. বিপদাপদে ভীতসন্ত্রস্ত হওয়া: ভয়ে কম্পমান থাকে, যখন কোনো বিপদের কথা শুনে। বলিষ্ঠভাবে দৃঢ়তার সাথে সমস্যার সমাধান করতে পারে না। আর এর পিছনে মূল কারণ হলো– ঈমানের দুর্বলতা।

১৯. অনর্থক ঝগড়া-বিবাদ বা তর্ক-বিতর্ক করা: এরা প্রমাণ ব্যতিরেকেই তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত থাকে এবং সঠিক উদ্দেশ্য ছাড়াই অহেতুক বিতর্ক করে মানুষকে সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করে ফেলে। বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোকেরই তর্ক-বিতর্ক হয় বাতিল বিষয় নিয়ে। এ বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য রাসূল ﷺ এর এ হাদীসটিই যথেষ্ট। তিনি বলেন–

أَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا

"আমি সেই ব্যক্তির জন্য জান্নাতের একটি ঘরের জিম্মাদার, যে ব্যক্তি বিতর্ক পরিহার করেছে; যদিও সে হক্ব পথেই ছিল।"[৩৪]

৩৩. সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী: ৮/৮৭
৩৪. সুনানে আবু দাউদ: ৪৮০০ (৫/১৫০)

২০. দুনিয়ার প্রতি আকর্ষণ ও এর প্রতি ঝুঁকে পড়া: দুনিয়ার মোহে এমনভাবে জড়িয়ে পড়ে যে, যদি কোনো মাল বা টাকা-পয়সা ছুটে যায়; তাহলে মনে খুব যাতনা অনুভব করে। নিজেকে খুবই বঞ্চিত মনে করে। যখন দেখে অন্য কেউ তা পাচ্ছে, তখন অন্যের ব্যাপারে মনে হিংসার উদ্রেক ঘটে; যেটা ঈমানের পরিপন্থী। নবী কারীম ﷺ বলেন–

لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالْحَسَدُ

"কোনো বান্দার অন্তরে ঈমান এবং হিংসা-বিদ্বেষ একত্র হতে পারে না।"[৩৫]

২১. জনশ্রুতিকে বর্ণনার জন্য গ্রহণ করা: ঈমানদারের পরিচয় তার কথায় পাওয়া যায় না। তার কথায় কুরআন, হাদীস বা সালাফে সালেহীনদের উদ্ধৃতি থাকে না।

২২. নিজেকে নিয়ে বেশি ব্যস্ত থাকা এবং বাড়াবাড়ি করা: পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাড়ি-ঘর, গাড়ি-ঘোড়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেখা যায়– নিজের পূর্ণতার জন্য বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। এগুলোর জন্য পেরেশান হচ্ছে। বাড়ি-ঘর আসবাব-পত্রের জন্য টাকা-পয়সা, সময় ব্যয় করছে। এটি প্রকৃতপক্ষে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ নয়। অথচ, তার মুসলমান ভাইয়েরা কত কষ্ট-যাতনার মাঝে রয়েছে। তারা কত অভাব-অনটনের শিকার হয়ে আছে। আর এদিকে সে নিজের সুখের জন্য এমন বিষয়ে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত, যে ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। যখন তিনি মুআয ইবনে জাবাল রাযি. কে ইয়ামানের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন, তখন তাঁকে এই বলে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوا بِالْمُتَنَعِّمِينَ "নেয়ামতে মগ্ন থাকার ব্যাপারে সাবধান হও। কেননা আল্লাহর বান্দাগণ কখনো নেয়ামতে মগ্ন থাকতে পারে না।"[৩৬]

৩৫. সুনানে নাসাঈ: ৩১০৯; সুনানে আবু দাউদ: ৫/১৫০
৩৬. আবু নুআইম-হুলিয়া: ৫/১৫৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

ঈমানের দুর্বলতার কারণ :

ঈমানের দুর্বলতার অনেক অনেক কারণ রয়েছে। তন্মধ্যে কিছু কারণ ঈমানী দুর্বলতার বহিঃপ্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন, গুনাহে লিপ্ত থাকা। দুনিয়া নিয়ে মেতে থাকা ইত্যাদি। আমরা এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু কারণ উল্লেখ করব।

০১. ঈমানী পরিবেশ থেকে দীর্ঘ দিন দূরে থাকা। এটি মানুষের ঈমানকে দুর্বল করে দেয়। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴾

> "যারা মুমিন, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা তাদের মতো যেন না হয়, যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, অতঃপর তাদের অন্তঃকরণ কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।"[৩৭]

এ আয়াত প্রমাণ করে যে, দীর্ঘ দিন ঈমানী পরিবেশ থেকে দূরে থাকলে ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ যে ব্যক্তি তার দ্বীনদার মুসলমান ভাইদের থেকে সফরের কারণে বা চাকুরীর কারণে দীর্ঘ দিন দূরে থাকে এবং সে যদি ঈমানী পরিবেশ না পায়; তাহলে তার ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে। ইমাম হাসান বসরী রহ. বলেন, 'আমাদের ভাইয়েরা আমাদের কাছে আমাদের পরিবার থেকেও বেশি মূল্যবান। কেননা আমাদের পরিবারের লোকজন আমাদেরকে দুনিয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আর আমাদের

---

৩৭. সূরা হাদীদ: ১৬

ভাইয়েরা আমাদেরকে আখিরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।' এ দূরত্ব যদি অব্যাহত থাকে; তাহলে পরবর্তীতে ঈমানী পরিবেশের প্রতি মনে অনাগ্রহের সৃষ্টি হবে এবং মনের মাঝে কাঠিন্যতা আসবে। পরিণতিতে ঈমান আরও দুর্বল হয়ে পড়বে। এ বিষয়টি আমরা লক্ষ্য করতে পারি তাদের মাঝে; যারা বিভিন্ন অনৈসলামিক পরিবেশে ছুটি কাটাতে যায় বা চাকুরী কিংবা লেখাপড়ার জন্য যায়।

০২. সৎ ও অনুকরণযোগ্য ব্যক্তি থেকে দূরে থাকা: যে ব্যক্তি নেককার ব্যক্তির নিকট শিক্ষা লাভ করে, সে একদিকে যেমন জ্ঞান লাভ করে, অন্যদিকে তেমন সৎ ও অনুকরণীয় ব্যক্তির চরিত্র থেকে ভালো গুণাবলি অর্জন করতে পারে। সে ঐ ব্যক্তির ঈমানী ও রূহানী প্রভাবে প্রভাবিত হয় এবং তাঁর উত্তম চরিত্রে অনুপ্রাণিত হয়। যদি সে কিছু সময় তাঁর থেকে দূরে থাকে; তবে সে অন্তরে কাঠিন্যতা অনুভব করে। এ জন্য যখন নবী কারীম ﷺ ইন্তেকাল করেন এবং তাঁকে দাফন করা হয়, এরপর সাহাবায়ে কেরাম বলেন, 'আমরা অন্তরে অবাঞ্ছিত ভাব অনুভব করলাম।' তাঁদের নিকট একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা অনুভব হচ্ছিল। কেননা, তাঁদের মুরব্বী ও প্রশিক্ষক রাসূল ﷺ ইন্তেকাল করেছেন। তাঁদের অবস্থার কথা অন্য বর্ণনায় এভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, (তাঁরা তখন এমনই হয়ে পড়েছিলেন, যেন) 'বৃষ্টিভেজা অন্ধকার রাতের পালহারা ছাগলের মতো'। কিন্তু রাসূল ﷺ তাঁদেরকে এমনভাবে ছেড়ে বিদায় নিয়েছিলেন যে, তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন (ঈমানের ওপর অটলতার দিক থেকে) পাহাড়সম, এবং প্রত্যেকেই খেলাফত লাভের যোগ্য। আজকের দিনে মুসলমানরা সবচেয়ে মুখাপেক্ষী হয়ে রয়েছে যোগ্য অনুকরণীয়-অনুসরণীয় নেতার জন্য।

০৩. শরীয়তের জ্ঞান ও ঈমানী বইপত্র থেকে দূরে থাকা: উল্লিখিত বিষয়গুলো তাদের অন্তঃকরণ জীবন্ত করে তুলবে। অনেক বইপত্র রয়েছে, যা পাঠ করলে পাঠক বুঝতে পারে যে, তার অন্তঃকরণে ঈমান নাড়া দিচ্ছে। এর মাঝে সর্বপ্রথম হলো, আল্লাহর পবিত্র কালাম কুরআন মাজীদ, হাদীসের গ্রন্থসমূহ এবং বিভিন্ন ইসলামী মনীষীদের লেখা বই, বিশেষভাবে আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম রহ. এবং ইবনে রজব রহ. প্রভৃতি লেখকদের

লেখা বই। কিছু বই রয়েছে যেমন, উদাহরণস্বরূপ ভাষাতত্ত্বের বই। এগুলো অন্তঃকরণে কাঠিন্যতা সৃষ্টি করে। এসব বই খারাপ, এ কথা বলা হচ্ছে না। এসব বইয়ের অবশ্যই প্রয়োজন রয়েছে; কিন্তু এর দ্বারা দুনিয়াবী স্বার্থ হাসিল হলেও ঈমান বৃদ্ধি পাবে না। পক্ষান্তরে, উদাহরণস্বরূপ আপনি বুখারী, মুসলিম শরীফের হাদীস পাঠ করলে মনে হবে যেন রাসূল ﷺ এর যুগে রয়েছেন। সাহাবায়ে কেরামদের সাথে রয়েছেন এবং এমন ঈমানী প্রবাহ অনুভব করছেন, যা তাঁদের যুগে সংঘটিত হয়েছে।

أهل الحديث هم أهل الرسول وإن

لم يصحبوا نفسه، أنفاسه صحبوا.

'হাদীসের অনুসারীগণ রাসূল (ﷺ)-এর অনুসারী। যদিও তারা তাঁর দৈহিক সাহচর্য পায়নি; কিন্তু তাঁর নিশ্বাসের (বাণীর) সাহচর্য পাচ্ছে।'

এ কারণেই যারা শরীয়তের জ্ঞান থেকে দূরে যেমন, দর্শন, সমাজ প্রভৃতি এমন জ্ঞান নিয়ে মগ্ন– যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই; তাদের ওপর এর প্রভাব স্পষ্ট। তেমনিভাবে যারা নভেল, নাটক ও ভালোবাসার গাল-গল্প নিয়ে ব্যস্ত এবং বিভিন্ন সংবাদ ও সংবাদপত্র নিয়ে ব্যস্ত, যাতে কোনো কল্যাণ নেই; তাদের ঈমানের দুর্বলতা স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

০৪. গুনাহগারদের মাঝে অবস্থান করা: যেমন একজন গুনাহ করে তা গর্বভরে বর্ণনা করছে, দ্বিতীয়জন হয়তো গান ধরছে বা শুনছে, তৃতীয়জন ধূমপান করছে, চতুর্থজন হয়তো অশ্লীল পত্রিকা উল্টাচ্ছে, পঞ্চমজন কাউকে গাল-মন্দ করছে, এভাবেই গুনাহ আর গীবতের আসর জমিয়েছে। কেউ হয়তো ভিন্ন খেলার আসর নিয়ে মগ্ন, যেখানে গুনাহ আর অশ্লীলতার সীমা নেই। কিংবা তাদের মাঝে অবস্থান করা, যারা দুনিয়া ছাড়া আর কিছুর আলোচনা করে না। যারা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই মগ্ন, বিনিয়োগ কিংবা চাকরি-বাকরির পদোন্নতি, উপরি পাওনা নিয়ে ব্যস্ত।

তার বাড়ির কথা কি বলব? বাড়িতে যেসব অন্যায়-অশ্লীল কাজ ঘটছে, তা দেখে একজন মুমিনের অন্তর ব্যথিত না হয়ে পারে না। গানের ক্যাসেট, সিনেমার ফিল্ম চলছে, পুরুষ-মহিলার সাথে দেখা করছে, পর্দার কোনো ধার ধারছে না। এসব যদি কোনো মুসলমানের ঘরে সংঘটিত হয়; তাহলে তো অন্তঃকরণ অসুস্থ না হয়ে পারে না। এর ফলে যে (অন্তরে) কোমলতা দূর হয়ে কাঠিন্যতা সৃষ্টি হবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

০৫. দুনিয়ার মোহে মগ্ন হওয়া: রাসূল ﷺ বলেন–

تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، وَالدِّرْهَمِ "দিনার ও দিরহামের (টাকা-পয়সার) গোলাম ধ্বংস হোক।"[৩৮]

তিনি আরও বলেন–

إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ مَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُ زَادِ الرَّاكِبِ

"এ দুনিয়ায় তোমাদের কারো জন্য এতটুকুই যথেষ্ট, যা একজন মুসাফিরের যাত্রার পথের জন্য প্রয়োজন।"[৩৯]

অর্থাৎ, যৎসামান্য সম্পদই প্রয়োজন, যা তাকে তার গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করবে।

আজকে দুনিয়ার মোহে মানুষকে অন্ধের মতো ছুটতে দেখা যায়। ব্যবসা-বাণিজ্য, কল-কারখানা ইত্যাদি নিয়ে মশগুল দেখা যায়। এ অবস্থার কথা রাসূল ﷺ এর হাদীসে এভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ ثَانٍ وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ تَابَ

৩৮. সহীহ বুখারী: ২৮৮৬
৩৯. তাবারানী-কাবীর: ৩৬৯৫ (৪/৭৮)

"মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি ধন-সম্পদ দিয়েছি নামাজ প্রতিষ্ঠা এবং যাকাত আদায় করার জন্য। যদি আদম সন্তানের এক মাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা থাকে; তাহলে দুই মাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা হোক, এটা কামনা করে। আর দুই মাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা পেলে তিন মাঠ ভর্তি টাকা-পয়সা হোক, এটা চাইবে। আদম সন্তানের পেট একমাত্র মাটি দ্বারাই পরিপূর্ণতা লাভ করবে। অতঃপর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার তাওবা কবুল করবেন।"[৪০]

০৬. ধন-সম্পদ ও স্ত্রী-সন্তান নিয়ে মেতে থাকা: মহান আল্লাহ বলেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

"আর তোমরা জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি হলো ফিতনাস্বরূপ।"[৪১]

তিনি অন্যত্র বলেন–

﴿ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴾

"মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত-খামারের মতো আকর্ষণীয় বস্তুসামগ্রী। এসবই হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়।"[৪২]

এ আয়াতের অর্থ হলো, যদি স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্যের ওপর প্রাধান্য পায়, তাহলে তা হবে গর্হিত ও ঘৃণিত। আর যদি

---

৪০. মুসনাদে আহমাদ: ২১৯৫৬ (৫/২১৯)
৪১. সূরা আনফাল: ২৮
৪২. সূরা আলে ইমরান: ১৪

এসব বস্তুর ভালোবাসা শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে থেকে হয়; তাহলে তা হবে পছন্দনীয়।

রাসূল ﷺ বলেন–

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"এ দুনিয়ার মাঝে আমার নিকট পছন্দনীয় বস্তু হলো, স্ত্রী ও সুগন্ধি। আর নামাজকে আমার চক্ষুশীতলকারী করা হয়েছে।"[৪৩]

অনেক লোকই স্ত্রীর পিছনে সন্তান-সন্ততির পিছনে ব্যস্ত হয়ে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে সরে যায়। রাসূল ﷺ বলেছেন, "সন্তান হলো চিন্তা, কাপুরুষতা, অজ্ঞতা এবং কৃপণতার কারণ।"[৪৪]

কৃপণতার কারণ হচ্ছে, দান করতে গেলে শয়তান এসে বলে, তোমার সন্তানের জন্য কিছু রেখে দাও সেটাই উত্তম। তখন সে কৃপণতা অবলম্বন করে। কাপুরুষতার কারণ এ জন্য যে, শয়তান এসে বলে, তুমি মরতে যাচ্ছ? তোমার ছেলে-মেয়ে ইয়াতীম হয়ে যাবে, তখন আর সে জিহাদে বের হতে পারে না।

অজ্ঞতার অর্থ হলো, পিতা তার সন্তানের লেখাপড়া ও বই পড়া নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তাকে স্কুলে পৌঁছানো, নিয়ে আসা ইত্যাদির কারণে নিজের জ্ঞানের পথ বন্ধ হয়ে যায়। আর চিন্তার কারণ হলো, সন্তান রোগাক্রান্ত হলে পিতা চিন্তিত হয়ে পড়ে। তার ঠিক মতো চিকিৎসা করাতে না পারলে চিন্তা আরও বহুগুণে বেড়ে যায়। আর সন্তান বড় হয়ে পিতার অবাধ্য হলে সর্বদা তা (পিতার জন্য) চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে এর অর্থ এ নয় যে, স্ত্রী, সন্তান-জন্মদান পরিত্যাগ করতে হবে। প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো, এদের কারণে যেন হারামের সাথে জড়িয়ে না পড়ে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

---

৪৩. মুসনাদে আহমাদ: ৩/১২৮; সুনানে নাসাঈ: ৩৯৩৯
৪৪. তাবারানী-কাবীর: ২৪/২৪১

সম্পদের ফিতনার ব্যাপারে রাসূল ﷺ বলেন–

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالُ

"প্রত্যেক উম্মতের জন্য ফিতনা রয়েছে। আর আমার উম্মতের জন্য ফিতনা হলো– ধন-সম্পদ।"[৪৫]

ধন-সম্পদের প্রতি অত্যধিক লোভ দ্বীনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। (এ ক্ষতিগ্রস্ততা) নেকড়ের ছাগলের পালের ওপর আক্রমণের চেয়েও বেশি। এ অর্থেই রাসূল ﷺ এর এই বানী–

مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ

"দু'টি ক্ষুধার্ত বাঘ কোনো ছাগলের পালের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে যে ক্ষতি করে, তার চেয়েও ক্ষতিকারক হলো, কোনো ব্যক্তির ধন-সম্পদের প্রতি এবং প্রতাপ-প্রতিপত্তির প্রতি অত্যধিক মোহ।"[৪৬]

এ জন্যই রাসূল ﷺ অল্পে তুষ্ট থাকতে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বলেন–

إِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللهِ

"তোমাদের জন্য সেই সম্পদ জমা করাই যথেষ্ট, যার দ্বারা একটি খাদেম এবং আল্লাহর পথে যানবাহন ক্রয় করতে পার।"[৪৭]

রাসূল ﷺ অধিক সম্পদ সংগ্রহকারীকে সতর্ক করে দিয়েছেন একমাত্র সদাকাকারী ব্যতীত। তিনি বলেন–

وَيْلٌ لِلْمُكْثِرِينَ، إِلَّا مَنْ قَالَ بِالْمَالِ هَكَذَا، وَهَكَذَا، وَهَكَذَا،

৪৫. সুনানে তিরমিযী: ২৩৩৬
৪৬. সুনানে তিরমিযী: ২৩৭৬
৪৭. মুসনাদে আহমাদ: ৫/২৯০

وَهَكَذَا أَرْبَعٌ: عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ، وَمِنْ قُدَّامِهِ، وَمِنْ وَرَائِهِ

"অধিক সম্পদ গচ্ছিতকারীদের জন্য ধ্বংস, সে ব্যক্তি ব্যতীত যে তার সম্পদকে এভাবে (৪ বার) খরচ করে। ডানে বামে এবং সামনে পশ্চাতে খরচ করে।"[৪৮]

০৭. উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা-বিলাস: মহান আল্লাহ বলেন–

ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ

"আপনি ছেড়ে দিন তাদেরকে, খেয়ে নিক এবং ভোগ করে নিক এবং আশায় ব্যাপৃত থাকুক। অতি সত্বর তারা জেনে নেবে।"[৪৯]

হযরত আলী রাযি. বলেন, "আমি তোমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি আশংকা করছি প্রবৃত্তির অনুসরণ এবং অধিক আশা-আকাঙ্ক্ষার। কেননা তা পরকালকে ভুলিয়ে দেয়।"[৫০]

জনৈক সাহাবী হতে বর্নিত, চারটি জিনিস দুর্ভাগ্যের কারণ। স্থুল দৃষ্টিভঙ্গি, অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশি বেশি আকাঙ্ক্ষা এবং দুনিয়ার প্রতি অধিক লালসা।

অধিক কামনা-বাসনার ফলে আল্লাহর আনুগত্যে ভাটা পড়ে। তাওবা করতে শিথিলতা এসে যায়। দুনিয়ার প্রতি প্রবল ঝোঁক ও পরকালের ব্যাপারে উদাসীনতা সৃষ্টি হয় এবং অন্তর কঠিন পাথরে পরিণত হয়। কেননা অন্তরের কোমলতা মৃত্যু, কবর, সাওয়াব-আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যেমনটি মহান আল্লাহ তাঁর এ বাণীতে উল্লেখ করেছেন–

فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم

"তাদের আশা-প্রত্যাশাগুলো অনেক দীর্ঘ হয়ে গেছে; ফলে তাদের অন্তরগুলো কঠিন হয়ে গেছে।"[৫১]

---

৪৮. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১২৯
৪৯. সূরা হিজর: ০৩
৫০. ফাতহুল বারী: ১১/২৩৬
৫১. সূরা হাদীদ: ১৬

এ জন্য বলা হয়েছে যে, যার আশা-আকাঙ্ক্ষা কম থাকবে, তার দুনিয়াবী চিন্তা-ভাবনাও কম হবে এবং তার অন্তর আলোকিত হবে। কেননা, যখন সে মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, তখন আল্লাহর আনুগত্য পালনের জন্য চেষ্টা করবে।[৫২]

০৮. অন্তরের কাঠিন্যতা, বেশি খাওয়া, বেশি ঘুমানো, অত্যধিক রাত্রি জাগরণ এবং অনর্থক কথাবার্তা বলা: বেশি ভক্ষণ করলে অন্তর অনুভূতিহীন হয়ে যায় এবং আল্লাহর আনুগত্যে শরীর ভারী মনে হয়। ফলে শয়তান মানুষের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশের সুযোগ পায়। যেমন বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি বেশি ভক্ষণ করল, অত্যধিক পান করল, অতঃপর অধিক ঘুমাল; সে বিরাট নেকী থেকে বঞ্চিত হলো। সুতরাং অনর্থক কথাবার্তা এবং মানুষের সাথে পর্দাহীন মেলামেশা মানুষের অন্তরকে কঠিন করে তোলে এবং অত্যধিক হাসি অন্তরকে মৃতপ্রায় করে তোলে। রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন–

لَا تُكْثِرُوا الضَّحِكَ، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ

"তোমরা অত্যধিক হেসো না; কেননা অত্যধিক হাসি অন্তরকে মেরে ফেলে।"[৫৩]

তেমনিভাবে যদি সময়কে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যবহার করা না হয়; তাহলে অন্তরে কাঠিন্যতার সৃষ্টি হয়। এর ফলে কুরআনের বাণী এবং ঈমানী উপদেশ অন্তরে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না।

ঈমানের দুর্বলতার আরও অনেক কারণ রয়েছে, যা গণনা করে শেষ করা যাবে না। আমি শুধু কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ উল্লেখ করেছি। বুদ্ধিমানমাত্রই এ থেকে উপকৃত হবেন বলে আশা করি। আল্লাহর নিকট দুআ করি, তিনি যেন আমাদের অন্তঃকরণকে পুতঃপবিত্র করেন এবং আত্মার অনিষ্টতা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করেন।

৫২. ফাতহুল বারী: ১১/২৩৭
৫৩. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১৯৩

তৃতীয় অধ্যায়

দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা

ইমাম হাকিম তাঁর মুস্তাদরাক গ্রন্থে এবং তাবারানী তাঁর মু'জাম গ্রন্থে নবী কারীম ﷺ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেন–

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَخْلَقُ فِي جَوْفِ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ

"নিশ্চয়ই তোমাদের পেটের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর; যেন তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নতুন করে দেন।"

অর্থাৎ, অন্তরের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে যায়। যেমন কাপড় পুরাতন হলে জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। মুমিনের অন্তরের ওপর গুনাহের কারণে কালো দাগ পড়ে যায় এবং ক্রমান্বয়ে তা তাকে অন্ধকার করে ফেলে। রাসূল ﷺ এ সম্পর্কে হাদীসে বলেন, "তোমাদের অন্তঃকরণের ওপর চন্দ্রগ্রহণের মতো কালো আবরণ ঢেকে ফেলে। যখন তার ওপর এর ছায়া পড়ে, তখন অন্ধকারে ঢেকে যায়। তা দূর হলে আবার আলোকিত হয়।"[৫৪]

চাঁদের ওপর অনেক সময় ছায়া পড়ে তার আলোকে ঢেকে ফেলে। কিছু সময় পর তার ছায়া অপসারিত হলে আবার চাঁদের আলো আকাশে ফিরে আসে। তেমনিভাবে মুমিনের অন্তঃকরণের ওপর গুনাহের কালো ছায়া এসে তাকে অন্ধকার করে ফেলে। মানুষ তখন অন্ধকার এবং হতাশায় নিমজ্জিত হয়। এরপর যদি সে ঈমানের দিকে ধাবিত হয় এবং আল্লাহর নিকট সাহায্য চায়; তাহলে কালো পর্দা বিদূরিত হয়ে অন্তরে আবার আলো ফিরে আসে, যেমনটি পূর্বে ছিল।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদা-বিশ্বাস হলো, ঈমান বৃদ্ধি পায় এবং ঈমান কমে যায়। তাঁরা বলেন, ঈমান হলো– মুখে স্বীকৃতি দেওয়া,

---

৫৪. মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৪

অন্তরে বিশ্বাস করা এবং কার্যে পরিণত করার নাম। এটা আনুগত্যের কারণে বৃদ্ধি পায় এবং গুনাহের কারণে কমে যায়। কুরআন ও হাদীস এ কথা প্রমাণ করে। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ﴾

"যেন তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বৃদ্ধি পায়।"[৫৫]

মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন–

﴿ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا ﴾

"তখন তাদের কেউ কেউ বলে, এ সূরা তোমাদের মধ্যেকার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করেছে?"[৫৬]

রাসূল ﷺ বলেন–

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

"তোমাদের কেউ যদি অন্যায় সংঘটিত হতে দেখে, তাহলে সে যেন স্বহস্তে (শক্তি প্রয়োগে) তা পরিবর্তন করে দেয়। যদি এর সামর্থ্য না রাখে, তাহলে মুখ (কথা) দ্বারা পরিবর্তন করবে। যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তাহলে অন্তর দ্বারা পরিবর্তনের পরিকল্পনা করবে– আর এটি হলো দুর্বলতম ঈমান।"[৫৭]

আনুগত্য ও গুনাহের প্রভাবে ঈমানের কম-বেশি হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষিত এবং সুবিদিত। যদি কোনো ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে সেখানে খারাপ কিছু দেখে, লোকদের খেল-তামাশার কথা শুনে এরপর কবরস্থানে যায় এবং মৃতদের কথা চিন্তা করে; তাহলে অন্তরে কোমলতা অনুভব করবে

৫৫. সূরা ফাতহ: ০৪
৫৬. সূরা তাওবা: ১২৪
৫৭. সহীহ মুসলিম: ৪৯

এবং এ দু'টি অবস্থার মাঝে বিস্তর ফারাক ও ব্যবধান বুঝতে পারবে। সুতরাং অন্তর দ্রুত পরিবর্তনশীল এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে।

এ বিষয়টি বোঝার জন্য কতিপয় সালাফে সালেহীন বলেন, আল্লাহর বিজ্ঞ বান্দাদের দায়িত্ব হলো, সে ঈমানের ব্যাপারে সচেতন থাকবে। কীসে তার ঘাটতি হয়? তা জানতে হবে। তার ঈমান বৃদ্ধি পাচ্ছে নাকি কমছে? বান্দার বিচক্ষণতার পরিচায়ক হলো, শয়তানের প্ররোচনা কীভাবে আসছে? তা অবশ্যই জানবে।[৫৮]

এ কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, ঈমানের দুর্বলতা যদি ওয়াজিব কাজ ত্যাগ করা এবং হারাম কাজ করার কারণ হয়ে দাঁড়ায়; তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি চরম বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। তার তাওবা করা ওয়াজিব এবং দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা জরুরি। নিজেকে সৎকাজের সাথে সংশ্লিষ্ট রাখতে হবে। যেমনটি রাসূল ﷺ বলেন–

لِكُلِّ عَمَلٍ شِرَّةٌ، [يعني نشاط وقوة] وَلِكُلِّ شِرَّةٍ فَتْرَةٌ [يعني ضعف وفتور] فَمَنْ كَانَتْ فَتْرَتُهُ إِلَى سُنَّتِي فَقَدْ أَفْلَحَ، وَمَنْ كَانَتْ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَقَدْ هَلَكَ

" প্রত্যেক কাজ হচ্ছে শক্তির কাজ। আর প্রত্যেক শক্তি-সামর্থ্যের কাজে আবার রয়েছে দুর্বলতা ও শিথিলতা। যে তার শিথিলতাকে আমার পন্থায় ব্যয় করবে, সে মুক্তি পাবে। আর যে ব্যক্তি তার শিথিলতাকে অন্য কাজে ব্যয় করবে, সে ধ্বংস হবে।"[৫৯]

এ রোগের চিকিৎসার কথা আলোচনা করার পূর্বে একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা সমীচীন মনে করছি। আর তা হলো, অনেকেই নিজের অন্তরের কাঠিন্যতা অনুভব করে বাহিরের চিকিৎসার জন্য অন্যের দ্বারস্থ হোন। কিন্তু তারা যদি নিজেদের চিকিৎসা নিজেরাই করতেন বা এ উদ্যোগ নিতেন, সেটাই উত্তম হতো। কারণ এটিই হলো প্রকৃত চিকিৎসার পথ।

৫৮. শরহে নূনীয়া ইবনুল কাইয়্যিম- ইবনে ঈসা: ২/১৪০
৫৯. মুসনাদে আহমাদ: ২/২১০

ঈমান হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে সম্পর্কযুক্ত বিষয়। আমি নিম্নে কতিপয় শরীয়তী বিষয় উল্লেখ করছি; যা দ্বারা একজন মুসলমান তার দুর্বল ঈমানের চিকিৎসা করতে পারবে। নিজের অন্তরের কাঠিন্যতা দূর করতে সক্ষম হবে এবং আল্লাহর ওপর হবে পূর্ণ আস্থাশীল।

০১. কুরআন মাজীদ নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা: কুরআনকে আল্লাহ প্রত্যেক জিনিসের বর্ণনাকারী এবং আলোকবর্তিকা হিসেবে অবতীর্ণ করেছেন; যেন তাঁর বান্দাগণ পথের দিশা লাভ করে।

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এতে উত্তম ও কার্যকরী চিকিৎসা রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

> "আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযিল করি, যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত।"[৬০]

রাসূল ﷺ কুরআন নিয়ে গবেষণা করতেন। তিনি রাতে বেশি বেশি তিলাওয়াত করতেন। এমনকি এক রাতে একটি মাত্র আয়াতে কারীমা সকাল পর্যন্ত তিলাওয়াত করেছেন। আয়াতটি হলো–

﴿ إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴾

> "যদি আপনি তাদেরকে শাস্তি দেন; তবে তারা আপনার বান্দা। আর যদি আপনি তাদেরকে ক্ষমা করেন; তবে আপনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।"[৬১]

নবী কারীম ﷺ কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন। তিনি এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদায় পৌঁছেছিলেন। ইবনে হিব্বান সহীহ সনদে আতা রহ. থেকে বর্ণনা করেন, আমি এবং উবায়দুল্লাহ ইবনে উমায়ের হযরত আয়েশা রাযি. এর নিকট গেলাম। আব্দুল্লাহ ইবনে উমায়ের বললেন, "আপনি

---

৬০. সূরা বনী ইসরাইল: ৮২
৬১. সূরা মায়েদা: ১১৮

আমাদের নিকট এক আশ্চর্যজনক হাদীস বর্ণনা করুন, যা আপনি রাসূল ﷺ কে করতে দেখেছেন। তখন তিনি কেঁদে দিলেন এবং বললেন, এক রাতে তিনি আমাকে বললেন, হে আয়েশা তুমি আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আমার রবের ইবাদত করব। আমি বললাম, আল্লাহর শপথ! আমি আপনার সঙ্গ ভালোবাসি এবং আপনি যাতে খুশি হোন, তা পছন্দ করি। অতঃপর তিনি অযু করলেন এবং নামাজে দাঁড়ালেন। নামাজে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাপড় ভিজে গেল। এমনকি কাঁদতে কাঁদতে সামনের মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। ইত্যবসরে হযরত বিলাল রাযি. এসে ফজরের আযান দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিতে শুরু করলেন। যখন তিনি তাঁকে কাঁদতে দেখলেন, তখন বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছেন? অথচ আল্লাহ তাআলা আপনার পূর্বের এবং পরের সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন। তিনি বললেন, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হব না! আজকে এ রাত্রিতে আমার ওপর এক আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, তার জন্য ধ্বংস, যে তা পাঠ করবে; অথচ তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে না।"

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ - الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

"নিশ্চয়ই আসমান ও জমিন সৃষ্টিতে এবং রাত্রি ও দিনের আবর্তনে নিদর্শন রয়েছে বোধসম্পন্ন লোকদের জন্য। যাঁরা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং চিন্তা গবেষণা করে আসমান ও জমিন সৃষ্টির বিষয়ে...."।[৬২]

কুরআন মাজীদে রয়েছে তাওহীদ, ভালো কাজে পুরস্কারের ঘোষণা আর অন্যায় কাজে শাস্তির বিধান। বিভিন্ন ধরনের বিধি-বিধান। ঘটনা প্রবাহ ও চরিত্র মাধুর্য। যা মানুষের অন্তরে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তেমনিভাবে কিছু সূরা রয়েছে, যা মানুষের অন্তরকে উদ্বেগাকুল করে তোলে। নবী

৬২. সূরা আলে ইমরান: ১৯০-১৯১

কারীম ﷺ এর এ কথাই তার প্রমাণ বহন করে। "সূরা হুদ এবং এ ধরনের সূরাগুলি আমাকে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই বৃদ্ধ করে ফেলেছে।"[৬৩]

অন্য বর্ণনায় এসেছে, "সূরা হুদ, ওয়াকিয়া, মুরসালাত, নাবা এবং সূরা তাকভীর আমাকে বৃদ্ধ করে ফেলেছে।"

কেননা, এতে যে বিষয়বস্তু রয়েছে এবং যে মহান দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে, সেসব চিন্তা করতে গিয়ে রাসূল ﷺ এর চুল-দাড়ি পেকে যায়। "আপনি সুদৃঢ় ভাবে দাঁড়ান। যেভাবে আপনি আদিষ্ট হয়েছেন এবং যারা আপনার সাথে তাওবা করেছে।"

নবী কারীম ﷺ এর সাহাবাগণ কুরআন পড়তেন, কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতেন এবং কুরআন দ্বারা প্রভাবিত হতেন।

হযরত আবু বকর রাযি. একজন নরম দিলের মানুষ ছিলেন। তিনি যখন লোকদের নামাজ পড়াতে গিয়ে আল্লাহর কালাম পাঠ করতেন, তখন তিনি কান্না সংবরণ করতে পারতেন না।

হযরত উমর রাযি. আল্লাহর এ আয়াত– إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ - مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ "আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না।"[৬৪]

এই আয়াত পাঠ করার পর আল্লাহর ভয়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পরেন। এমনকি নামাজে যখন কুরআন তেলাওয়াত করা হত এবং আল্লাহর আযাব ও জাহান্নাম সংক্রান্ত আয়াত আসতো তখন তিনি ভয়ে কাঁদতে থাকতেন। একেবারে পিছনের কাতারে অবস্থানকারী লোকেরাও তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেত।"[৬৫]

হযরত উসমান রাযি. বলেন, "আমাদের অন্তর যদি পুতঃপবিত্র থাকে; তাহলে আল্লাহর কালামে আমরা কখনো পরিতুষ্ট হব না।" তাঁকে

৬৩. আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ: ১/১০৬
৬৪. সূরা তূর: ৭-৮
৬৫. মানাকিবে উমর- ইবনে জাওযী: ১৬৭

অন্যায়ভাবে শহীদ করা হয়েছিল, তখন তাঁর রক্ত কুরআন মাজীদে গিয়ে পড়ে। এ ব্যাপারে সাহাবাগণের অনেক ঘটনা রয়েছে। হযরত আইয়ুব রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে, সাঈদ ইবনে যুবাইরকে একই নামাজের ভিতর এই আয়াতটি বিশ বারেরও অধিক পাঠ করতে শুনেছি।

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ﴾

"তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে।"

এটি হচ্ছে কুরআনের সর্বশেষ নাযিলকৃত আয়াত। আয়াতটির পূর্ণতা হলো−

﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾

"তোমরা ঐ দিনকে ভয় কর, যেদিন তোমরা আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার কর্মের ফল পুরোপুরি পাবে এবং তাদের প্রতি কোনোরূপ অবিচার করা হবে না।"[৬৬]

হযরত ইবরাহীম ইবনে বাশার বলেন, যে আয়াত পাঠ করতে গিয়ে হযরত আলী ইবনে ফুজাইল ইন্তিকাল করেন তা হলো−

﴿ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ ﴾

"আর আপনি যদি দেখেন, যখন তাদেরকে দোযখের ওপর দাঁড় করানো হবে! তারা বলবে, কতই না ভালো হত, যদি আমরা পুনঃপ্রেরিত হতাম।"[৬৭]

এখানে এসে তিনি থমকে দাঁড়ান এবং মৃত্যুবরণ করেন। আমি তাঁর জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম।[৬৮]

---

৬৬. সূরা বাকারা: ২৮১
৬৭. সূরা আনআম: ২৭
৬৮. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৮/৪৪৬

তিলাওয়াতে সেজদার ব্যাপারেও তাঁদের অনেক ঘটনা রয়েছে। তন্মধ্যে সেই ব্যক্তির ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য; যিনি আল্লাহর এ বাণী–

﴿ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾

"তাঁরা ক্রন্দন করতে করতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয়ভাব আরও বৃদ্ধি পায়।"[৬৯]

পাঠ করার পর তিলাওয়াতে সেজদা করেন, অতঃপর নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলেন, এত সেজদা করলাম; কিন্তু কান্না কোথায়?

কুরআনের উপর চিন্তা-ভাবনা করার সর্বোত্তম বিষয় হলো, কুরআনে বর্ণিত বিভিন্ন উদাহরণ নিয়ে গবেষণা করা। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, আল্লাহ তাআলা মানুষের জন্য উদাহরণ পেশ করে থাকেন; যেন তারা তাকে স্মরণ করে। তিনি আরও বলেন, আমি এসব উদাহরণ মানুষের জন্য এ জন্যই পেশ করে থাকি যে, যেন তারা চিন্তা-ভাবনা করে।

সালাফে সালেহীনের একজন একবার কুরআনের একটি উদাহরণ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করছিলেন। কিন্তু সেটি তাঁর নিকট স্পষ্ট হচ্ছিল না। তখন তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কেন কাঁদছেন? তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা বলেছেন–

﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾

"আমি মানুষের জন্য এসব উদাহরণ দিয়ে থাকি; কিন্তু জ্ঞানীগণই তা বোঝে।"[৭০]

আমি এই উদাহরণটি বুঝতে পারছি না। সুতরাং আমি আলেম নই। আমার নিকট থেকে ইলম চলে যাওয়ার কারণে আমি কাঁদছি।

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে আমাদের জন্য অনেক উদাহরণ পেশ করেছেন। যেমন, ঐ ব্যক্তির উদাহরণ– যে আগুন জ্বালিয়েছে, ঐ

৬৯. সূরা বনী ইসরাঈল: ১০৯
৭০. সূরা আনকাবূত: ৪৩

ব্যক্তির উদাহরণ– যে চিৎকার করছে, কারণ সে শুনে না। ঐ শষ্য-দানার উদাহরণ– যা সাতটি শীষ বের করেছে। ঐ কুকুরের উদাহরণ– যা ঘেউ ঘেউ করছে। ঐ গাধার উদাহরণ– যা বইপত্র বহন করছে। মাছির উদাহরণ, মাকড়সার উদাহরণ, বধির, মূক, চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্ন মানুষের উদাহরণ, বালুকণার উদাহরণ– যাকে ঝড়ে উড়িয়ে নিচ্ছে, উত্তম বৃক্ষ, খারাপ বৃক্ষ, আকাশ হতে বৃষ্টিবর্ষণ, চেরাগদানির মাঝে চেরাগের উদাহরণ, সেই গোলামের উদাহরণ– যে কোনোই ক্ষমতা রাখে না। সেই ব্যক্তির উদাহরণ– যার সাথে অনেক শরীকদার রয়েছে। এ ধরনের অনেক উদাহরণ পেশ করা হয়েছে; যেন বিশেষভাবে এসব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. কুরআন দ্বারা কঠিন অন্তরের কীভাবে চিকিৎসা করতে হবে, তা অতি সংক্ষেপে এভাবে আলোচনা করেছেন।

এক. আপনার অন্তরকে দুনিয়া থেকে আখিরাতের দিকে নিয়ে যাবেন। **দুই.** অতঃপর কুরআনের অর্থ বুঝবেন এবং কেন এ আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটা বুঝার চেষ্টা করবেন এবং প্রত্যেক আয়াত হতে আপনার জন্য প্রয়োজনীয় অংশ গ্রহণ করে, তা আপনার অন্তরের ব্যাধির ওপর প্রয়োগ করুন। তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় আরোগ্য লাভ করবেন।

২. মহান পরাক্রমশালী আল্লাহর বড়ত্ব অনুভব করা: তাঁর নাম ও গুণাবলি জানা এবং এ ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করা। এর অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং এ অনুভূতি অন্তর থেকে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে ছড়িয়ে দিতে হবে। কারণ, অন্তঃকরণ হলো রাজা। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো তার সৈন্য-সামন্ত। অন্তর যদি ভালো থাকে; তাহলে সব ভালো থাকবে। আর তা যদি নষ্ট হয়ে যায়; তাহলে সবই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

কুরআন ও হাদীসে আল্লাহর বড়ত্বের ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। যদি কোনো মুসলমান তা গভীর দৃষ্টিতে দেখে; তাহলে তার অন্তঃকরণ কেঁপে ওঠবে এবং তার সত্তা মহান প্রতিপালকের সামনে অবনত হবে। তাঁর প্রতি বিনয়ীভাব আরও বৃদ্ধি পাবে।

তাঁর কয়েকটি নাম ও গুণাবলি এখানে উল্লেখ করছি। যেমন, তিনি মহান পরাক্রমশালী, অহংকারী[৭১], বান্দাদের ওপর প্রতাপশালী, বিদ্যুৎ এবং ফেরেশতাকুল তাঁর ভয়ে তাসবীহ পাঠ করছে। তিনি প্রতিশোধ গ্রহণকারী, তিনি সর্বদা জাগ্রত, কখনো ঘুমান না। তার জ্ঞান সর্বত্র ব্যাপ্ত। চক্ষুর খেয়ানত ও অন্তঃকরণে কী লুকানো আছে? তিনি তা জানেন। তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানের কথা এভাবে বলেছেন—

﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

"আর তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। তাঁর অজ্ঞাতসারে কোনো পাতাই ঝরে পড়ে না। মৃত্তিকার অন্ধকারে কোনো শস্য কণা অথবা কোনো আর্দ্র বা শুষ্ক এমন কোনো জিনিস নেই; যা এক প্রকাশ্য গ্রন্থে লিপিবদ্ধ নেই।"[৭২]

তিনি তাঁর এ বাণীতে নিজের বড়ত্বের কথা জানিয়েছেন—

﴿ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾

"তারা আল্লাহকে যথার্থরূপে বোঝেনি। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবী থাকবে তাঁর হাতের মুঠোতে এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। তিনি পবিত্র। আর এরা যাকে শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।"[৭৩]

---

৭১. অহংকার একমাত্র মহান আল্লাহরই গুণ।
৭২. সূরা আনআম: ৫৯
৭৩. সূরা যুমার: ৬৭

রাসূল ﷺ বলেন–

يَقْبِضُ اللهُ الأَرْضَ، وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الأَرْضِ

"কিয়ামতের দিন আল্লাহ পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় নিয়ে নেবেন এবং আসমানসমূহ ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে। অতঃপর তিনি বলবেন, আমিই বাদশাহ। আজ দুনিয়ার বাদশাহরা কোথায়?"[৭৪]

কেউ যদি মূসা আ. এর ঘটনা গভীর দৃষ্টিতে দেখে; তাহলে তার অন্তর কেঁপে ওঠবে। যখন তিনি বলেছিলেন–

"হে রব! আপনি আমাকে দেখা দিন। আমি আপনাকে দেখব। তখন আল্লাহ বলেন, তুমি আমাকে কখনোই দেখতে পাবে না; তবে তুমি পাহাড়ের দিকে দেখতে থাক। সেটি যদি যথাস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে; তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। তারপর যখন তাঁর পরওয়ারদেগার পাহাড়ের ওপর আপন জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন, সেটিকে বিধ্বস্ত করে দিলেন এবং মূসা অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন।"[৭৫]

নবী কারীম ﷺ যখন এ আয়াত ব্যাখ্যা করলেন, তখন তিনি হাত দ্বারা ইশারা করে বললেন–

حِجَابُهُ النُّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لَأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِه

"আল্লাহর রয়েছে নূরের পর্দা। যদি তিনি তা খুলে ফেলেন; তাহলে তাঁর চেহারার আলো যতদূর দৃষ্টি যায়, ততদূর পর্যন্ত যা সৃষ্টি রয়েছে সবই পুড়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।"[৭৬]

৭৪. সহীহ বুখারী: ৪৮১২; সহীহ মুসলিম: ২৭৮৭
৭৫. সূরা আ'রাফ: ১৪৩
৭৬. সহীহ মুসলিম: ১৭৯

আল্লাহ তাআলা'র বড়ত্বের কথা বর্ণনা করে রাসূল ﷺ বলেন–

إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتْ الْمَلَائِكَةُ بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

"যখন আল্লাহ আসমানে কোনো নির্দেশ জারি করেন, তখন ফেরেশতাকুল আল্লাহর ভয়ে বিনয়ী হয়ে পাখা নাড়াতে থাকেন; যেন তাঁরা লোহার শিকলের পাথরে বাঁধা রয়েছেন। যখন তাঁদের অন্তঃকরণ থেকে ভয় বিদূরিত হয়, তখন তাঁরা বলেন– তোমাদের রব কি বলেছেন? তাঁরা বলেন, তিনি অবশ্যই সত্য বলেছেন। তিনি সর্বোচ্চ ও সুমহান।"[৭৭]

এ ব্যাপারে অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে। এখানে এসবের কতিপয় উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, এসব চিন্তা-গবেষণা করে যেন ঈমানের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য চেষ্টা করা হয়।

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় মহান রবের বড়ত্বের কথা এভাবে তুলে ধরেছেন, 'তিনিই সব রাজত্বের কাজকর্ম পর্যবেক্ষণ করছেন, নির্দেশ দিচ্ছেন, মৃত্যু দিচ্ছেন এবং জীবিত করছেন। তিনিই মর্যাদা দিচ্ছেন এবং অপমানিত করছেন। দিন-রাত্রির আবর্তন ঘটাচ্ছেন। মানুষের মাঝে (সুখ-দুঃখের) দিন ঘুরাচ্ছেন। রাজ্যসমূহ পরিবর্তন করছেন; ফলে কোনো রাষ্ট্র ঠিক রাখছেন, আবার কোনোটাকে ধ্বংস করে আরেকটি গড়ছেন। তাঁর নির্দেশ আকাশে, বাতাসে, সমুদ্রে সর্বত্র বাস্তবায়িত হচ্ছে। তিনি সবকিছুকে তাঁর জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রেখেছেন। তাঁর শ্রবণশক্তি সকল কণ্ঠকে পরিব্যাপ্ত করে রেখেছে। তাঁর কাছে এক কণ্ঠস্বর অন্য কণ্ঠস্বরের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ঠেকে না। বরং সব ভাষায় সব কথাই তিনি একসাথে শুনতে পাচ্ছেন। তাঁকে অধিক প্রার্থনা ও যাচনা ভ্রান্তিতে ফেলতে পারে না এবং আকুতি-মিনতীকারীদের কাতর কণ্ঠ তাঁকে বিরক্ত করতে পারে

৭৭. সহীহ বুখারী: ৪৮০০

না। তাঁর দৃষ্টিশক্তি সবকিছুকেই অবলোকন করছে। এমনকি অন্ধকারে কালো পাথরের ওপর দিয়ে কালো পিপীলিকার দল গেলেও, তা থেকে তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না। সুতরাং অদৃশ্য তাঁর নিকট প্রকাশ্য এবং গোপনীয় বিষয় তাঁর নিকট স্পষ্ট। আসমানসমূহ এবং জমিনে যারা রয়েছে, তারা তাঁর নিকট প্রার্থনা-যাচনা করছে। তিনি গুনাহ মাফ করেন। বিপদগ্রস্তকে উদ্ধার করছেন। দুঃখীকে মুক্ত করছেন। রিক্তহস্তকে দান করছেন। পথ ভ্রষ্টকে পথের দিশা দিচ্ছেন। ক্ষুধার্তকে খাবার দিচ্ছেন। বিবস্ত্রকে বস্ত্র দান করছেন। পীড়িতকে আরোগ্য দান করছেন। তাওবাকারীর তাওবা কবুল করছেন। সৎকাজকারীকে প্রতিদান দিচ্ছেন এবং মাজলুমকে সাহায্য করছেন। অত্যাচারীকে পদানত করছেন। সম্মানীর সম্মান রক্ষা করছেন এবং আশ্রয়হীনকে নিরাপত্তা দান করছেন। তিনিই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কিছু কিছু জাতিকে ধ্বংস করছেন। যদি আকাশ ও জমিনের পূর্বের ও পরের, মানুষ এবং জ্বীন সকলেই তাঁর অনুগত বান্দা হয়ে যায়; তাহলে তাঁর রাজত্ব সামান্যতম বৃদ্ধি পাবে না। আর যদি পূর্বের ও পরের সকল মানব-দানব তাঁর অবাধ্য হয়ে যায়; তাহলেও তাঁর রাজত্বে সামান্যতম ঘাটতি হবে না। দুনিয়া ও আকাশের সমস্ত মানুষ ও জিন, জীবিত ও মৃত সকলেই যদি কোথাও একত্রিত হয়ে তাঁর নিকট প্রার্থনা করে এবং তিনি প্রত্যেককে তার প্রার্থিত বস্তু দান করেন; তাহলে তাঁর ভাণ্ডার থেকে সামান্যতম জিনিসও কমবে না। তিনিই প্রথম, যাঁর পূর্বে আর কেউ নেই এবং তিনিই সর্বশেষ, তাঁর পরে আর কেউ নেই। তিনিই প্রকাশ্য, যাঁর ওপরে আর কেউ নেই এবং তিনিই অপ্রকাশ্য, যাঁর পিছনে আর কেউ নেই। তিনিই বরকতময়, যাঁর ভাণ্ডার হতে কোনো কিছু ঘাটতি হবে না। তাঁর কোনো শরীক নেই। নেই কোনো প্রতিপক্ষ। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সৃষ্টিকুলে তাঁর কোনো তুলনা হয় না। সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে একমাত্র তাঁর রাজত্ব ব্যতীত। তাঁর অনুমতি ব্যতীত কারো আনুগত্য নেই। কেউ তাঁর জ্ঞানের বাহিরে অন্যায় করতে পারে না। কেউ আনুগত্য করলে তিনি খুশি হোন, পাপ করলে (যাকে ইচ্ছা) ক্ষমা করে দেন। তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ হলো ইনসাফস্বরূপ। তাঁর প্রতিটি নেয়ামত রহমতস্বরূপ। তিনি সবার হিফাজতকারী। তিনি যা ইচ্ছা তা করেন। তিনি কোনো কিছু ইচ্ছা করলে বলেন– হয়ে যাও, তখনই তা হয়ে যায়।

০৩. শরীয়তের জ্ঞান অর্জন করা: শরীয়তের সেই জ্ঞান অর্জন করা জরুরি, যা মানুষের মাঝে খোদাভীতি এবং ঈমান বৃদ্ধিতে সহায়ক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন−

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾

"আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে আলেমরাই কেবল আল্লাহকে ভয় করে।"[৭৮]

ঈমানদারদের ক্ষেত্রে যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা একই মর্যাদার হতে পারে না। কীভাবে তারা একই মর্যাদার হতে পারে? যে শরীয়তের বিস্তারিত জ্ঞানের অধিকারী, শাহাদাতাইনের অর্থ এবং দাবি জানে, মৃত্যুর পরের জীবনের কথা, শাস্তি বা নেয়ামতের কথা জানে, সে আর যে এসব সম্পর্কে অজ্ঞ সে কি একই মর্যাদার অধিকারী হতে পারে? আল্লাহ তাআলা বলেন−

﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

"বলুন! যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?"[৭৯]

০৪. নিয়মিত ইসলামী আলোচনা সভায় উপস্থিত হওয়া এবং আল্লাহকে স্মরণকারী দুআ-দরুদ শিক্ষা করা: কারণ, এসব সভাকে আল্লাহর ফেরেশতাগণ ডানা দিয়ে ঢেকে দেন এবং এর ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হতে থাকে। ফেরেশতাগণ তাঁদের জন্য দুআ করতে থাকেন। সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে−

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا حَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمِ السَّكِينَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

"কোনো সম্প্রদায় যদি কোথাও আল্লাহর যিকির বা স্মরণ করে

৭৮. সূরা ফাতির: ২৮
৭৯. সূরা যুমার: ০৯

ফেরেশতাগণ তাঁদেরকে ঢেকে নেন এবং তাঁদের ওপর রহমত বর্ষিত হয়। তাঁদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করা হয় এবং আল্লাহ তাঁদের কথা তাঁর নিকটবর্তী ফেরেশতাগণের নিকট উল্লেখ করেন।"[৮০]

হযরত সাহল ইবনে হানযালিয়াহ রাযি. হতে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেছেন-

مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِكْرٍ فَتَفَرَّقُوا عَنْهُ إِلَّا قِيلَ لَهُمْ قُومُوا مَغْفُورًا لَكُمْ

"কোনো সম্প্রদায় যদি একত্রিত হয়ে আল্লাহ তাআলা'র স্মরণ করে, অতঃপর যখন তাঁরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তখন তাঁদেরকে বলা হয়, তোমরা ওঠ তোমাদেরকে ক্ষমা করা হলো।"[৮১]

ইবনে হাজার রহ. বলেন, এখানে আল্লাহর স্মরণ বলতে কোনো কাজের প্রতি সর্বদা লেগে থাকা বুঝায়। যেমন, কুরআন তিলাওয়াত, হাদীস পাঠ, ইসলামী জ্ঞান চর্চা ইত্যাদি।

ইসলামী আলোচনা সভা, যিকিরের মজলিস ঈমানকে বৃদ্ধি করে; যা মুসলিম শরীফে বর্ণিত হানযালা আল উসাইদী রাযি. এর হাদীস হতে বুঝা যায়। তিনি বলেন, "হযরত আবু বকর রাযি. আমাকে পথে দেখতে পেয়ে বললেন, হে হানযালা! আপনি কেমন আছেন? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গিয়েছে। তিনি বললেন, সুবহানাল্লাহ! আপনি এ কি বলছেন? আমি বললাম, যখন আমরা রাসূল ﷺ এর নিকট থাকি, তখন তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলেন; তখন মনে হয় যেন আমরা তা চাক্ষুস দেখছি। এরপর যখন আমরা রাসূল ﷺ এর মজলিস হতে বের হয়ে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রীর নিকটে আসি অর্থাৎ ঘর-সংসারে এসে এসবের বেশির ভাগই ভুলে যাই। আবু বকর রাযি. বলেন, আল্লাহর শপথ! আমারও তো এরকমই হয়। এরপর আমি এবং আবু বকর রাযি. সামনে চললাম এবং রাসূল ﷺ এর দরবারে প্রবেশ করলাম। তিনি বললেন, কী ব্যাপার? বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা আপনার

---

৮০. সহীহ মুসলিম: ২৭০০
৮১. সহীহুল জামে': ৫৫০৭

নিকট থাকলে আপনি জান্নাত-জাহান্নামের কথা বলেন, তখন মনে হয় যেন আমরা তা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করছি। এরপর যখন আপনার নিকট থেকে ঘর-সংসারে স্ত্রী-সন্তানদের নিকট যাই, তখন এসবের বেশিরভাগই ভুলে যাই। তখন রাসূল ﷺ বললেন–

«وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنْ لَوْ تَدُومُونَ عَلَى مَا تَكُونُونَ عِنْدِي، وَفِي الذِّكْرِ، لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلَى فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ، وَلَكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً» ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

"সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার জীবন নিবদ্ধ, তোমরা যদি আমার এখানে যে অবস্থায় থাক, তা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হতে; তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় এবং তোমাদের (চলার) পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা করত। কিন্তু হে হানযালা! এটি এক সময় আর ওটি আরেক সময়। (তিনবার)।"[৮২]

সাহাবায়ে কেরাম রাযি. আলোচনা সভা ও যিকির-আযকারে বসার ব্যাপারে খুব আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা একে ঈমানী মজলিস বলতেন। হযরত মুআয রাযি. এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন– اجْلِسْ بِنَا نُؤْمِنْ سَاعَةً "আমার সাথে একটু বস। আমরা কিছুক্ষণ ঈমান বৃদ্ধি করি।"[৮৩]

০৫. বেশি বেশি নেক আমল করা এবং এর দ্বারা সময়কে ভরিয়ে ফেলা: এটি চিকিৎসার একটি মোক্ষম দাওয়া এবং ঈমানের ওপর এর প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট। এক্ষেত্রে হযরত আবু বকর রাযি. এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। রাসূল ﷺ একদিন তাঁর সাহাবাদের প্রশ্ন করলেন, "আজকে তোমাদের মাঝে কে রোযা রেখেছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি বললেন, আজকে তোমাদের মাঝে কে জানাযায় শরীক হয়েছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মাঝে

---

৮২. সহীহ মুসলিম: ২৭৫০
৮৩. আরবাউ মাসাইল ফিল ঈমান: ৭২

আজকে কে মিসকীনকে খাবার খাওয়ায়েছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তিনি প্রশ্ন করলেন, তোমাদের মাঝে কে আজকে পীড়িতদের সেবা করেছে? আবু বকর রাযি. বললেন, আমি। তখন রাসূল ﷺ বললেন, কোনো মানুষের মাঝে এসব কাজের সমাবেশ ঘটলে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।"[৮৪]

এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি. সময়কে কাজে লাগাতেন। নবী কারীম ﷺ থেকে যখন হঠাৎ বিভিন্ন ধরনের ইবাদতের প্রশ্ন আসছিল, তখন দেখা গেল হযরত আবু বকর রাযি. ছিলেন আনুগত্যে পরিপূর্ণ।

তিনি সব ধরনের নেকীর সুযোগকেই কাজে লাগিয়েছেন। আমাদের সালাফে সালেহীনের অনেকের জীবনেই এ ধরনের আমল লক্ষ্য করা গেছে। হাম্মাদ ইবনে সালামা রহ. এর ব্যাপারে ইমাম আব্দুর রহমান ইবনে মাহদী বলেন, যদি হাম্মাদকে বলা হয়– আপনি আগামীকাল মৃত্যুবরণ করবেন; তাহলেও তাঁর কোনো আমল বৃদ্ধি করার প্রয়োজন পড়বে না।[৮৫]

নেক আমল করতে গিয়ে একজন মুসলমানকে অবশ্যই নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক. নেকীর কাজে দ্রুত এগিয়ে আসতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴾

"আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা এবং জান্নাতের দিকে ছুটে যাও; যার প্রশস্ততা হচ্ছে আসমান ও জমিন (এর সমপরিমাণ), যা তৈরি করা হয়েছে পরহেযগারদের জন্য।"[৮৬]

---

৮৪. সহীহ মুসলিম
৮৫. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা: ৭/৪৪৭
৮৬. সূরা আলে ইমরান: ১৩৩

অন্যত্র তিনি বলেন—

﴿ سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ﴾

"তোমরা অগ্রে ধাবিত হও তোমাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যা আকাশ ও পৃথিবীর মতো প্রশস্ত।"[৮৭]

এসব আয়াতের কারণে সাহাবাগণ নেক আমলের প্রতি উদ্বুদ্ধ হয়ে দ্রুত এগিয়ে আসতেন। ইমাম মুসলিম রহ. সহীহ মুসলিমে হযরত আনাস রাযি. থেকে বদরের যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন, যখন মুশরিকরা আমাদের নিকটবর্তী হলো, তখন রাসূল ﷺ বললেন—

قُومُوا إِلَى جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ، قَالَ: - يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَامِ الْأَنْصَارِيُّ: - يَا رَسُولَ اللهِ، جَنَّةٌ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ؟ قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: بَخٍ بَخٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا يَحْمِلُكَ عَلَى قَوْلِكَ بَخٍ بَخٍ؟» قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِلَّا رَجَاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا، قَالَ: «فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا»، فَأَخْرَجَ تَمَرَاتٍ مِنْ قَرَنِهِ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ أَنَا حَيِيتُ حَتَّى آكُلَ تَمَرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لَحَيَاةٌ طَوِيلَةٌ، قَالَ: فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ، ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

"তোমরা জান্নাতের পানে ছুটে যাও, যার প্রশস্ততা হলো আসমানসমূহ এবং জমিনের সমান। তখন উমায়ের ইবনে হুমাম আনসারী রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতের প্রশস্ততা আসমান এবং জমিনের সমান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। উমায়ের রাযি. বললেন, বাহ! বাহ! তখন রাসূল ﷺ বললেন, কেন তুমি বাহ! বাহ! বললে? তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ! হে রাসূল! আমি এ জন্যই বলেছি যে, আমি যেন এর অধিবাসী হই। রাসূল

৮৭. সূরা হাদীদ: ২১

ﷺ বললেন, নিশ্চয়ই তুমি এর অধিবাসী হবে। অতঃপর তিনি তাঁর থলে থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। তারপর বললেন, আমি যদি এই খেজুরগুলি খাওয়া পর্যন্ত বেঁচে থাকি, তাহলে তো জীবন অনেক লম্বা হয়ে যাবে। বর্ণনাকারী বলেন, এরপর তিনি খেজুরগুলো ছুড়ে ফেলে দিলেন। অতঃপর যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শাহাদতবরণ করলেন।"[৮৮]

এর পূর্বেও হযরত মূসা আ. আল্লাহর সাক্ষাতের জন্য দ্রুত ছুটে যান এবং বলেন, "আমি আপনার নিকট হে প্রতিপালক! দ্রুত ছুটে এসেছি যেন আপনি সন্তুষ্ট হোন।"

মহান আল্লাহ হযরত জাকারিয়া আ. ও তাঁর পরিবারের প্রশংসা করে বলেন, "নিশ্চয়ই তাঁরা ভাল কাজে দ্রুত ছুটে যেত এবং আমাকে আহ্বান করত ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। আর তারা ছিল আমার অধিক অনুগত।"

রাসূল ﷺ বলেন–

التُّؤَدَةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ خَيْرٌ إِلَّا فِي عَمَلِ الْآخِرَةِ

"সব কাজে ধীরতা উত্তম; কিন্তু পরকালের আমলের ক্ষেত্রে নয়।"[৮৯]

খ. আমল অব্যাহত রাখতে হবে: নবী কারীম ﷺ হাদীসে কুদসীতে বর্ণনা করেন, মহান আল্লাহ বলেন–

مَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ

"আমার বান্দা নফল ইবাদতের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে থাকি।"[৯০]

---

৮৮. সহীহ মুসলিম: ১৯০১
৮৯. সুনানে আবু দাউদ: ৫/১৫৭
৯০. সহীহ বুখারী: ৬৫০২

রাসূল ﷺ বলেন– تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ "তোমরা হজ্বের পর ওমরা কর।"[৯১]

নেকীর কাজ একটির পর আরেকটি অব্যাহত করে যেতে হবে। সামান্য আমলকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো-

أي الأعمال أحبُّ إلى اللهِ ؟ قَالَ : أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

"কোন আমল আল্লাহর নিকট অধিক উত্তম? তিনি বললেন, যেটা নিয়মিত করা হয়ে থাকে; যদিও তা তুচ্ছ হয়।"[৯২]

রাসূল ﷺ কোনো কাজ করলে সে কাজটি সুষ্ঠুভাবে সমাধা করতেন।[৯৩]

গ. কাজে আপ্রাণ চেষ্টা কর: অন্তরের কাঠিন্যতার চিকিৎসা সাময়িকভাবে করলে তা কিছুদিন পরে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসে। এ জন্য সদা সর্বদা বিভিন্ন রকমের ইবাদত অব্যাহত রাখতে হবে। মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে তাঁর প্রিয় বান্দাদের আপ্রাণ চেষ্টার কথা উল্লেখ করে বলেছেন–

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ - تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾

"কেবল তাঁরাই আমার আয়াতসমূহের প্রতি ঈমান আনে, যাঁরা আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়ে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং অহংকারমুক্ত হয়ে তাঁদের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করে। তাঁদের পার্শ্ব শয্যা থেকে আলাদা থাকে। তাঁরা তাঁদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয়ে ও আশায় এবং আমি তাঁদেরকে যে রিযিক দিয়েছি, তা থেকে ব্যয় করে।"[৯৪]

---

৯১. সুনানে তিরমিযী: ৮১০
৯২. সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী: ১১/১৯৪
৯৩. সহীহ মুসলিম
৯৪. সূরা সাজদাহ: ১৫-১৬

তাঁদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরও বলেন–

﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ - وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ - وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾

"তাঁরা রাত্রির সামান্য অংশেই নিদ্রা যেত, রাতের শেষ প্রহরে তাঁরা ক্ষমা প্রার্থনা করত, এবং তাদের ধন-সম্পদে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক ছিল।"[৯৫]

সালাফে সালেহীনের ইবাদতের কথা এবং তাঁদের আমলের কথা আলোচনা করতে গেলে সত্যিই আশ্চর্য না হয়ে পারা যায় না। তাঁরা অনেকেই সপ্তাহে একবার কুরআন খতম করতেন। রাত্রি জেগে জেগে তাহাজ্জুদ পড়তেন। এমনকি যুদ্ধের রাতেও রাত্রি জেগে জেগে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তেন। জেলখানায় বন্দী থেকেও এমনকি পায়ে শিকল বাধা থাকলেও রাত্রি জাগরণ করে তাহাজ্জুদ পড়তেন। তাঁদের গণ্ডদেশ দিয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ত। তাঁরা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করতেন। তাঁরা অনেকেই নিজের স্ত্রীকে ফাঁকি দিতেন, যেমন ছোট বাচ্চা তার মাকে ফাঁকি দেয়। যখন দেখতেন যে, স্ত্রী ঘুমিয়ে গেছে, তখন বিছানা থেকে ওঠে গিয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাঁরা রাত্রিকে নিজের আত্মার জন্য এবং নিজ পরিবারের জন্য– এ দু'ভাগে ভাগ করে নিতেন। আর দিনের বেলাকে ভাগ করে নিতেন– নামাজের জন্য এবং ইসলামী জ্ঞান অর্জনের জন্য। জানাযার অনুসরণ, পীড়িতদের সেবা-শুশ্রূষা এবং লোকদের বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য সময় ব্যয় করতেন। তাঁদের অনেকেই বছরের পর বছর জামাআতের তাকবীরে তাহরীমায় উপস্থিত থাকতেন। কখনো তাদের তাকবীরে তাহরীমা ছুটে যেত না। তাদের অন্তঃকরণ সব সময় মাসজিদের সাথে লাগানো থাকতো। নামাজ পড়ে আসার পর আবার নামাজের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকেই বছরের পর বছর তাঁর মৃত দ্বীনি ভাইয়ের পরিবারের খরচ চালিয়ে যেতেন। যার আমলের অবস্থা হবে এমন, তার তো অবশ্যই ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

৯৫. সূরা যারিয়াত: ১৭-১৯

ঘ. আত্মাকে বীতশ্রদ্ধ না করে তোলা: সর্বদা ইবাদত করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, এর ফলে মন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে বা ইবাদতে অনীহা এসে যাবে। বরং এর উদ্দেশ্য হলো, জীবনের ভারসাম্য রক্ষা করে চলতে হবে। এ ব্যাপারে অনেক হাদীস রয়েছে। যা ভারসাম্যপূর্ণ ইবাদত ও মুআমালাত করার কথা বুঝায়। যেমন, উদাহরণস্বরূপ রাসূল ﷺ এর এ বাণী উল্লেখ করা যায়–

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا، وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

"দ্বীন হলো সহজ। কেউ দ্বীনকে নিয়ে কঠোরতা বা বাড়াবাড়ি করলে অবশ্যই সে পরাভূত হবে। সুতরাং তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, নিকটবর্তী থাক এবং সুসংবাদ গ্রহণ কর। আর সকাল-সন্ধ্যা ও শেষ রাতের কিছু সময়ে (ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর) সাহায্য প্রার্থনা কর।"[৯৬]

অপর বর্ণনায় এসেছে, "সদিচ্ছা হলো মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। তোমরা সদিচ্ছার সাথে ইবাদতে এগিয়ে আস।"

ইমাম বুখারী রহ. তাঁর "ইবাদতে বাড়াবাড়ি করা মাকরূহ" অধ্যায়ে বলেন, হযরত আনাস রাযি. হতে বর্ণিত, নবী কারীম ﷺ একবার মাসজিদে প্রবেশ করে দুই থামের মাঝে একটা লম্বা রশি টাঙানো দেখতে পেলেন। তিনি বললেন, "এটা কীসের রশি? তাঁরা বললেন, এটা যয়নাবের রশি। যখন তিনি ক্লান্তিবোধ করেন, তখন এটার ওপর ভর দিয়ে দাঁড়ান। নবী কারীম ﷺ বললেন, এটা খুলে ফেল। তোমাদের কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত নামাজ পড়বে, যতক্ষণ কর্মচাঞ্চল্যতা থাকে। ক্লান্তি আসলে বসে পড়বে।"[৯৭]

যখন নবী কারীম ﷺ জানতে পারলেন যে, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রাযি. সারা রাত ধরে নফল ইবাদত করে রাত্রি জাগরণ করেন এবং

---

৯৬. সহীহ বুখারী: ৩৯
৯৭. সহীহ বুখারী: ১০৯৯

দিনে লাগাতার নফল রোযা রাখেন, তিনি তাঁকে নিষেধ করলেন এবং এর কারণ বর্ণনা করে বললেন, "তুমি যদি এভাবে করতে থাক; তাহলে তোমার চোখ দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমার আত্মা বীতশ্রদ্ধ ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে। রাসূল ﷺ বললেন– ততটুকুই আমল কর, যা করার তুমি সামর্থ্য রাখ। নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ ক্লান্ত হোন না। এমনকি তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়। আর নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হলো, যা সর্বদা করা হয়ে থাকে; যদিও তা পরিমাণে সামান্য হোক।"

ঙ. পূর্বে যা ছুটে গেছে, তা পুষিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা: হযরত উমর রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি নিয়মিত কুরআন পাঠ করে; কিন্তু যদি সে কোনো দিন তা পাঠ না করে ঘুমিয়ে যায়, অতঃপর ফজর এবং যোহরের নামাজের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে তা পাঠ করে; তাহলে তার আমলনামায় (এমনই নেকী) লেখা হবে; যেন সে তা রাতে পাঠ করেছে।"[৯৮]

হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, "রাসূল ﷺ কোনো নামাজ পড়লে তা অব্যাহতভাবে আদায় করতেন। যদি রাতের তাহাজ্জুদ নামাজ কোনো কারণে ছুটে যেত, হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বা মাথাব্যথা ছিল; তাহলে দিনে বারো রাকাত নামাজ আদায় করে নিতেন।"[৯৯]

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, "রাতে যদি ঘুমিয়ে পড়তেন অথবা অসুস্থ থাকতেন; তাহলে দিনের বেলায় বারো রাকাত নামাজ পড়ে নিতেন।"[১০০]

হযরত উম্মে সালামাহ রাযি. রাসূল ﷺ কে আসরের পর দুই রাকাত নামাজ পড়তে দেখেন। তখন প্রশ্ন করেন, এটা কীসের নামাজ? তাঁর জবাবে রাসূল ﷺ বলেন, "হে আবু উমাইয়ার কন্যা! তুমি আসরের পর এ দুই রাকাত নামাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছ? আমার নিকট আব্দুল কায়েস গোত্রের কিছু লোক এসেছিল। তাদের সাথে ব্যস্ততার কারণে যোহরের পরে দুই রাকাত সুন্নাত নামাজ পড়তে পারিনি। এ দুই রাকাত হলো সেই দুই রাকাত নামাজ।"[১০১]

---

৯৮. মুজতাবা: ২/৬৮
৯৯. মুসনাদে আহমাদ: ৬/৯৫
১০০. সহীহ মুসলিম: ১/৫১৫
১০১. সহীহ বুখারী, ফাতহুল বারী: ৩/১০৫

"তিনি যোহরের পূর্বে চার রাকাত নামাজ না পড়তে পারলে, তা পরে পড়ে নিতেন।"[১০২]

এসব হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সুন্নাত ও নফল ছুটে গেলে, তা পরে আদায় করে নেওয়া যাবে।

চ. আমল কবুল হওয়ার আশা রাখতে হবে। সাথে সাথে এ ভয়ও থাকতে হবে যে, আমল কবুল নাও হতে পারে। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, রাসূল ﷺ কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম–

﴿ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴾

"এবং যারা যা কিছু দান করে থাকে, তা দেওয়ার সময় তাদের অন্তর এ ভয়ে ভীত থাকে যে, তাদেরকে নিজ রবের কাছে ফিরে যেতে হবে।"[১০৩]

বললাম, যারা মদ পান করে এবং চুরি করে? তিনি বললেন, "না। হে সিদ্দীকের কন্যা! কিন্তু তারা, যারা রোজা রাখে, নামাজ পড়ে, সদাকা করে এবং তারা আশঙ্কা করে যে, তাদের আমল হয়তো কবুল হবে না। এরা ভালো কাজে দ্রুত এগিয়ে আসে।"[১০৪]

হযরত আবু দারদা রাযি. বলেন, "যদি আমি নিশ্চিত হতে পারি যে, আল্লাহ তাআলা আমার এক রাকাত নামাজ কবুল করেছেন; তাহলে তা আমার জন্য এ দুনিয়া ও এর মাঝে যা কিছু রয়েছে তার চেয়েও উত্তম হবে। কেননা মহান আল্লাহ বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ কবুল করবেন মুত্তাকীদের থেকে।"[১০৫]

মুমিনের গুণাবলির অন্যতম হলো, সে আল্লাহর পালনীয় কর্তব্যের সামনে নিজেকে তুচ্ছজ্ঞান করবে। নবী কারীম ﷺ বলেন, "কোনো ব্যক্তি যদি

---

১০২. সুনানে তিরমিযী: ৪২৬
১০৩. সূরা মু'মিনূন: ৬০
১০৪. সুনানে তিরমিযী: ৩১৭৫
১০৫. তাফসীরে ইবনে কাসীর: ৩/৬৭

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত নিজের মুখমণ্ডলকে ধুলোয় ধূসরিত রাখে; তবুও কিয়ামতের দিন এটাকে সে তুচ্ছজ্ঞান করবে।"[১০৬]

যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে আল্লাহকে চিনতে পেরেছে এবং নিজের কর্তব্য সম্পর্কে জানতে পেরেছে, সে বুঝতে পারবে যে, সে যে পরিমাণ পুঁজি সঞ্চয় করেছে; এর দ্বারা পরিত্রাণ পাবার কোনোই সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র মহান আল্লাহ যদি বিশেষ দয়া ও রহমত করেন; তবেই মুক্তি লাভের আশা করা যায়।

০৬. বিভিন্ন ধরনের ইবাদতে আত্মনিয়োগ: মহান আল্লাহর অনুগ্রহ যে, তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের ইবাদত করার সুযোগ রেখেছেন। এর মাঝে কিছু ইবাদত রয়েছে শারীরিক, যেমন: নামাজ। আবার কিছু রয়েছে আর্থিক, যেমন: যাকাত, সদাকা। আবার কিছু রয়েছে উভয়টির সংমিশ্রণে, যেমন: হাজ্ব ও উমরা। কিছু রয়েছে জিহ্বার, যেমন: যিকির, দুআ। একই ইবাদত আবার ভাগ হয়েছে ফরয, সুন্নাত, মুস্তাহাব ইত্যাদি ভাগে। সুন্নাত নামাজ কিছু রয়েছে বারো রাকাত, আবার কিছু রয়েছে চার রাকাত ইত্যাদি। মানুষের প্রবৃত্তিও বিভিন্ন রকমের রয়েছে। কেউ কিছু আমল করতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবার অনেকে বিভিন্ন ধরনের আমল করে আনন্দ পায়। মহান আল্লাহ জান্নাতে বিভিন্ন ধরনের আমলের জন্য বিভিন্ন গেট (ফটক) তৈরি করে রেখেছেন। যেন তাঁর বান্দাগণ সেগুলো দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। হযরত আবু হুরায়রা রাযি. হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন–

من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة

১০৬. মুসনাদে আহমাদ: ৪/১৮৫

"যে ব্যক্তি জোড়া জোড়া আল্লাহর পথে দান করল, জান্নাতের দরজা থেকে ডাকা হবে। হে আল্লাহর বান্দা! এটা খুবই উত্তম। তোমাদের মাঝে যে নামাজী, সে নামাজের ফটক দিয়ে প্রবেশ কর। হে জিহাদকারী! জিহাদের তোরণ দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর। হে রোযাদার রাইয়ান গেট দিয়ে প্রবেশ কর। হে দানকারী! সদাকার দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ কর।"[১০৭]

এর উদ্দেশ্য হলো, বেশি বেশি নফল ইবাদত কর। আর ফরয তো অবশ্যই আদায় করতে হবে। নবী কারীম ﷺ বলেন, "পিতা হলো জান্নাতের মধ্যম দরজা।"[১০৮]

অর্থাৎ, পিতার খেদমত করলে জান্নাতে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে।

এভাবে বিভিন্ন ইবাদত হতে ফায়দা নেওয়া সম্ভব– ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসায়। বেশি বেশি আমল করতে হবে, যা করতে সাধারণত অন্তরে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে ফরয-ওয়াজিবের ওপর আমল অবশ্যই জারি রাখতে হবে। আমরা এ ব্যাপারে একটি উদাহরণ পেশ করছি। এক ব্যক্তি এসে রাসূল ﷺ এর কাছে তার আত্মার কাঠিন্যতার ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করলে রাসূল ﷺ তাকে বললেন, "তুমি কি চাও যে, তোমার অন্তর নরম হোক এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হোক? তুমি ইয়াতীমের প্রতি দয়া কর। তার মাথায় হাত বুলিয়ে দাও এবং তাকে তোমার খাবার থেকে খাওয়াও। তোমার অন্তর নরম হবে এবং তোমার প্রয়োজন পূরণ হবে।"[১০৯]

এটা দুর্বল ঈমানের চিকিৎসার ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এটাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি।

০৭. ঈমানের দুর্বলতার চিকিৎসার অন্যতম হলো, খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা। কেননা এটি একজন মুসলমানকে আনুগত্যের পানে উদ্বুদ্ধ করে এবং অন্তরে ঈমানকে তরতাজা করে। খারাপ পরিণতির আশঙ্কা করা

---

১০৭. সহীহ বুখারী: ১৭৯৮
১০৮. সুনানে তিরমিযী: ১৯০০
১০৯. তাবারানী

হয় অনেক কারণে। যেমন, ঈমানের দুর্বলতা, গুনাহে লিপ্ত থাকা। রাসূল ﷺ এর অনেক চিত্র উল্লেখ করেছেন। যেমন, তিনি বলেন–

> "যে ব্যক্তি নিজেকে কোনো লৌহখণ্ড দ্বারা হত্যা করল, সেই লৌহখণ্ড তার হাতে থাকবে এবং জাহান্নামের ভিতর সে তা দ্বারা তার পেটে আঘাত করতে থাকবে, সে চিরদিন জাহান্নামে থ াকবে। যে ব্যক্তি কোনো পাহাড় থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়ে নিজেকে হত্যা করবে, সে জাহান্নামের আগুনে ঝাঁপ দিতে থাকবে এবং সে চিরদিন সেখানে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপান করে আত্মহত্যা করবে, তাকে জাহান্নামে বিষপান করতে দেওয়া হবে। সে তা অব্যাহতভাবে পান করতে থাকবে এবং সে চিরদিন জাহান্নামে থাকবে।"[১১০]

রাসূল ﷺ এর যুগে এ ধরনের অনেক ঘটনা ঘটেছে। যেমন সেই ব্যক্তির ঘটনা, যে মুসলমান সৈন্যদের মাঝে ছিল এবং বীর বিক্রমে কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করছিল। তার মতো এত বীর বিক্রমে আর কেউ যুদ্ধ করছিল না। রাসূল ﷺ বললেন, "সে নিশ্চয়ই জাহান্নামী (প্রকৃতপক্ষে, সে আল্লাহর জন্য লড়াই করছিল না)।" তখন একজন মুসলমান তাকে দূর থেকে পর্যবেক্ষণ করছিল। দেখা গেল, ঐ ব্যক্তি মারাত্মক আহত হয়ে পড়ে। এ জন্য সে দ্রুত মৃত্যুবরণ করার মানসে তার তরবারিকে বুকের মাঝে ঠুকিয়ে দিয়ে আত্মহত্যা করে।[১১১]

খারাপ পরিণতির বহু ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বিভিন্ন গ্রন্থে এ ব্যাপারে অনেক ঘটনাই উল্লেখ রয়েছে। হযরত ইবনুল কাইয়্যিম রহ. 'আদ-দা' ওয়াদ-দাওয়া' নামক গ্রন্থে [পৃঃ ১৭০] উল্লেখ করেছেন যে, কোনো এক ব্যক্তিকে তার মৃত্যুর সময় বলা হলো, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। সে বলল, আমি তা বলতে পারছি না। আরেকজনকে বলা হলো, আপনি বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন সে মাথা দুলিয়ে গান গাইতে লাগল। আরেকজন ব্যবসায়ীকে বলা হলো, 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বুলন। সে যেহেতু সব সময়

---

১১০. সহীহ মুসলিম: ১০৯
১১১. সহীহ বুখারী

ব্যবসা নিয়ে মশগুল থাকত; তাই সে বলতে লাগল, আপনার মতো লোকই তো এটা কিনতে পারে, এর দামও খুব সস্তা। এরপর সে মৃত্যুবরণ করল। প্রসিদ্ধ আছে যে, বাদশাহ নাসেরের কয়েকজন সৈন্যের মৃত্যু ঘনিয়ে এলে তাদেরকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে বলা হলো। তখন তারা 'আমাদের বাদশাহ নাসের' এ কথা বলতে বলতে মারা গেল। আরেকজনকে বলা হলো– বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন সে বলল, ঐ ঘরটাকে ঠিক করিও। ওর মাঝে এই এই সম্পদ আছে। অমুক বাগানে এই এই কাজ করিও। একজন সুদখোরকে বলা হলো– বলুন, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তখন সে 'শতকরা দশভাগ দিতে হবে' এটা বলতে বলতে মারা গেল।

অনেকের আবার মৃত্যুকালে মুখমণ্ডল বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল। কারো চেহারা কেবলা থেকে অন্যদিকে ফিরে গিয়েছিল। এ ধরনের অগণিত ঘটনা রয়েছে। যা থেকে বুঝা যায় যে, তার মৃত্যু খারাপ পরিণতির ওপর হয়েছে। এ থেকে আল্লাহর নিকট সর্বদা পানাহ চাইতে হবে।

০৮. বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করা: রাসূল ﷺ বলেন– "তোমারা স্বাদ বিনষ্টকারী বস্তুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। যার নাম হলো, মৃত্যু।"[১১২]

মৃত্যুকে স্মরণ করলে তা মানুষকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং কঠিন অন্তঃকরণকে নরম করে দেয়। কেউ যদি সংকট অবস্থায় মৃত্যুকে স্মরণ করে; তাহলে তার জন্য সবকিছু প্রশস্ত হয়ে যায়। মৃত্যুকে স্মরণ করার সহজ পন্থা হলো, কবর যিয়ারত করা। কবর যিয়ারত করতে রাসূল ﷺ নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা কবর যিয়ারত করতে পার। কেননা, তা অন্তরকে নরম করে দেয়। চক্ষুকে অশ্রুসিক্ত করে এবং পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তোমরা কবর যিয়ারত করা ত্যাগ করিও না।"[১১৩]

মুসলমানের জন্য কাফেরের কবর যিয়ারত করাও জায়েয। এর প্রমাণ সহীহ হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। রাসূল ﷺ তাঁর মায়ের কবর যিয়ারত

১১২. সুনানে তিরমিযী
১১৩. মুস্তাদরাকে হাকিম: ১/৩৭৬

করেছিলেন। অতঃপর তিনি কাঁদতে শুরু করেন এবং আশপাশের সবাইকে কাঁদিয়েছিলেন (অর্থাৎ তাঁর কান্নায় সকলেই কেঁদেছেন)। অতঃপর তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করেছিলাম যে, আমার মায়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়নি। এরপর আমি তাঁর কবর যিয়ারত করার অনুমতি চেয়েছিলাম। তখন আমাকে অনুমতি দেওয়া হয়। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কেননা, তা মৃত্যুকে স্মরণ করিয়ে দেয়।"[১১৪]

কবর যিয়ারত হলো অন্তঃকরণকে নরম করার বিরাট মাধ্যম। এর দ্বারা যিয়ারতকারী যেমন উপকৃত হোন, তেমনিভাবে কবরবাসীও উপকার লাভ করে থাকেন। কেননা, কবরবাসীর জন্য সেখানে দুআ করা হয়। রাসূল ﷺ কবরস্থানে গেলে এ দুআ পাঠ করতেন–

السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله
المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون

"মুমিন মুসলমান কবরবাসী! তোমাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ আমাদের পূর্বে এবং পরে আগমণকারীদের প্রতি রহম করুন। আল্লাহ চাহেন তো আমরা অচিরেই তোমাদের সাথে মিলিত হব।"[১১৫]

যে ব্যক্তি কবর যিয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করবে, তাকে অবশ্যই এর আদব-কায়দা রক্ষা করতে হবে। অন্তঃকরণকে এ জন্য পরকালমুখী করতে হবে এবং আল্লাহর উদ্দেশ্যে বের হতে হবে। মাটির নিচে যারা চলে গেছে, তাদের কথা চিন্তা করতে হবে। তারা পরিবার-পরিজন ছেড়ে আজ কোথায় চলে গেছে! টাকা-পয়সা ধন-সম্পদ সব ফেলে রেখে গেছে! তাদের আরও কত আশা-আকাঙ্ক্ষা ছিল, তা কোথায় চলে গেছে! কবরের মাটি আজ তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে ইয়াতীম করে দিয়েছে! স্ত্রীকে বিধবা করেছে... এসব চিন্তা করতে হবে। চিন্তা করতে হবে, কিভাবে মৃত ব্যক্তির পা অচল

১১৪. সহীহ মুসলিম: ৩/৬৫
১১৫. সহীহ মুসলিম: ৯৭৪

হয়ে গিয়েছে! চোখ দৃষ্টিহীন হয়ে গেছে, পোকা-মাকড় জিহ্বা ও শরীরকে খেয়ে ফেলেছে! মাটি তার সবকিছুকে মলিন করে দিয়েছে! যে ব্যক্তি বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে, সে ব্যক্তি তিনটি জিনিস লাভে ধন্য হবে। ০১. দ্রুত তাওবা করা। ০২. অন্তরকে অল্পে তুষ্ট করা। ০৩. ইবাদতে আগ্রহী হওয়া। আর যে ব্যক্তি মৃত্যুকে ভুলে যাবে, সে তিনটি বস্তু দ্বারা নিগৃহীত হবে। ০১. তাওবা করতে শৈথিল্যতা। ০২. তাকদীরে যা মিলে তাতে সন্তুষ্ট না হওয়া। ০৩. ইবাদতে অলসতা পয়দা হওয়া।

মানুষের মনে যে বিষয়টি খুব বেশি দাগ কাটে তা হলো, মৃত্যুর দুয়ারে উপনীত কোনো ব্যক্তির শেষ প্রহরগুলি দেখা। যখন দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস বের হয়, মৃত্যুর খিঁচুনী আসে, চোখ কিভাবে চারদিকে দৃষ্টি ফেরায় ইত্যাদি। এসব দেখলে চোখ থেকে এমনিতেই ঘুম পালায়। শরীর কোনো আরাম নিতে চায় না এবং পরকালের জন্য কাজ করতে মন আগ্রহী হয়ে ওঠে। হযরত হাসান বসরী রহ. এক অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেলেন। তিনি গিয়ে দেখেন, সে মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তিনি তার কষ্ট ও যাতনা দেখে যখন বাড়ি ফিরে আসেন, তখন তাঁর চেহারা বিবর্ণ হয়ে যায়। বাড়ি এলে পরিবারের লোকজন বলল, আসুন খাবার খেয়ে নিন। তিনি বললেন, তোমরা খানাপিনা কর। আল্লাহর শপথ! আজকে যে মৃত্যুযন্ত্রণা দেখলাম, এর জন্যই এখন শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত কাজ করে যাব।[১১৬]

মৃত্যুর পুরো অনুভূতি আসে জানাযার নামাজ পড়লে, লাশ ঘাড়ে করে বহন করলে এবং কবরে দাফন করতে নিয়ে গেলে। কবরের ওপর মাটি চাপা দেওয়ার সময় পরকালের কথা অবশ্যই মনে পড়বে।

নবী কারীম ﷺ বলেন–

عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة

"তোমরা অসুস্থ ব্যক্তির সেবা-শুশ্রূষা কর, জানাযার অনুসরণ কর। তাহলে তা তোমাদেরকে পরকালের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।"[১১৭]

১১৬. তাযকিরা: ১৭
১১৭. মুসনাদে আহমাদ: ৩/৪৮

এছাড়াও জানাযার অনুসরণ করলে অনেক নেকী পাওয়া যায়। রাসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি মৃত ব্যক্তির বাড়ি থেকে জানাযার অনুসরণ করবে, অপর বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের জানাযা ঈমান ও নেকীর আশায় অনুসরণ (অংশগ্রহণ) করবে, নামাজ পড়া অবধি তাহলে সে এক কিরাত নেকী পাবে। আর কেউ যদি দাফন করা পর্যন্ত উপস্থিত থাকে; তাহলে দুই কিরাত নেকী পাবে। রাসূল ﷺ কে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! দুই কিরাত কি? তিনি বললেন, দু'টি বিরাট পাহাড়ের সমান। অপর বর্ণনায় আছে, প্রত্যেক কিরাত উহুদ পাহাড়ের মতো।"[১১৮]

আমাদের সালাফে সালেহীনগণ কাউকে গুনাহ করতে দেখলে তাকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দিতেন। সালাফে সালেহীনের এক মজলিসে এক ব্যক্তি অন্যের গীবত করছিল। তিনি তাকে বললেন, আপনি স্মরণ করুন সেই অবস্থার কথা, যখন আপনার দুই চোখের ওপর সুতি কাপড় টেনে দেওয়া হবে। অর্থাৎ, কাফন পরানো হবে।

০৯. পরকালের মনজিলের কথা স্মরণ করা: ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, কারো যদি চিন্তাধারা সঠিক হয়; তাহলে তার দূরদৃষ্টি খুলে যাবে। এটি অন্তরের আলোকবর্তিকা। এর দ্বারা সে অনুধাবন করতে পারবে– জান্নাত-জাহান্নাম, আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের জন্য কী তৈরি করে রেখেছেন এবং তাঁর অবাধ্য বান্দাদের জন্য কী শাস্তির ব্যবস্থা রেখেছেন? সে অনুধাবন করবে– মানুষ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে কবর থেকে বের হচ্ছে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে চারদিকে ঘিরে রেখেছে। মহান আল্লাহ তাআলা এসে উপস্থিত। তাঁর জন্য সিংহাসন তৈরি করে রাখা হয়েছে। সবার হাতে আমলনামা দেওয়া হবে। সাক্ষ্য-প্রমাণ হাজির, মিযান স্থাপন করা হয়েছে। বাদী-বিবাদী উপস্থিত। পাওনাদার উপস্থিত তার দাবি নিয়ে। পিপাসার্ত হয়ে সবাই দিশেহারা, হাউজে কাওছারে উপস্থিত। পুলসিরাত স্থাপন করা হয়েছে। আলো বণ্টন করা হয়েছে। কেউ কেউ তো অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছে। কত লোক পুলসিরাত থেকে জাহান্নামে ছিটকে পড়ছে। সে দেখতে পাবে– ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার চিত্র আর চিরস্থায়ী পরকালের অবস্থা।[১১৯]

---

১১৮. সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম
১১৯. মাদারেজুস সালেকীন: ১/১২৩

কুরআন মাজীদে পরকালের বিভিন্ন চিত্র বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা কৃফ, ওয়াকিয়া, নাবা, মুতাফফিফীন ইত্যাদি সূরাসমূহের মধ্যে। এ ব্যাপারে অনেক কিতাবও রচিত হয়েছে। সেসব পাঠ করা উচিত।

১০. যেসব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তার মধ্যে একটি হলো, প্রাকৃতিক কোনো কিছু দেখলে পরকালের চিন্তা করা। যেমন, বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, "রাসূল ﷺ যখন আকাশে কালো মেঘ দেখতে পেতেন, তখন তাঁর চেহারায় একটা শঙ্কার ভাব ফুটে ওঠত। হযরত আয়শা রাযি. বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোকজনকে দেখি, মেঘ দেখলে আনন্দিত হয় এ বলে যে, বৃষ্টি নামবে। আর আপনাকে দেখি, চিন্তিত; যা আপনার চেহারা দেখলেই বুঝা যায়। তখন তিনি বললেন, হে আয়েশা! আমাকে কে নিশ্চয়তা দেবে যে, এতে আল্লাহর আযাব নেই। এক সম্প্রদায়কে মেঘ-বাতাস দ্বারা শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। তারা মেঘ দেখে বলেছিল, এই তো বৃষ্টি আসছে।"[১২০]

নবী কারীম ﷺ সূর্যগ্রহণ দেখলে ভয়ে ভীত হয়ে পড়তেন। হযরত আবু মূসা রাযি. হতে বর্ণিত, "যখন সূর্যগ্রহণ লাগত, তখন রাসূল ﷺ ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতেন। হয়তো বা কিয়ামত সংঘটিত হতে যাচ্ছে।"[১২১]

রাসূল ﷺ চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ লাগলে আমাদেরকে নামাজে দাঁড়াতে নির্দেশ দিতেন এবং জানাতেন যে, "এগুলো হলো, আল্লাহর নির্দেশ। যা দ্বারা তিনি তাঁর বান্দাদেরকে ভয়-ভীতি দেখান।"

এ কথা নিঃসন্দেহ সঠিক যে, এসব বাহ্যিক নিদর্শন দেখলে এবং এর দ্বারা ভয়-ভীতি আসেল ঈমান নবরূপ লাভ করে আল্লাহমুখী হয়। আল্লাহর শক্তি ও কুদরত, তাঁর শাস্তি ও আযাবের কথা স্মরণ হয়। হযরত আয়েশা রাযি. বলেন, "রাসূল ﷺ আমার হাত ধরে চাঁদের দিকে ইশারা করে বলেন, হে আয়েশা! এর অনিষ্ট থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ চাও। কেননা, এটাই কুরআনে বর্ণিত আয়াতের দৃষ্টান্ত। অন্ধকার রাত্রির অনিষ্ট থেকে যখন তা সমাগত হয়।"[১২২]

---

১২০. সহীহ মুসলিম: ৮৯৯
১২১. ফাতহুল বারী: ২/৫৪৫
১২২. মুসনাদে আহমাদ: ৬/২৩৭

তেমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির আবাসস্থল এবং কাফের জালেমদের কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময়, তা দেখে মনে মনে চিন্তা করা এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। হযরত ইবনে উমর রাযি. হতে বর্ণিত, "রাসূল ﷺ যখন হিজরবাসীদের আবাসস্থল অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি তাঁর সাহাবাদের বলেছিলেন, তোমরা এ শাস্তিপ্রাপ্তদের এলাকায় প্রবেশ করবে ক্রন্দনরত অবস্থায়। তোমরা ক্রন্দনরত অবস্থা ব্যতিরেকে সেখানে প্রবেশ করলে, তাদের মতো আক্রান্ত হওয়ার সমূহ আশঙ্কা রয়েছে।"[১২৩]

আজকাল লোকজন সেখানে যায় ভ্রমণ করার উদ্দেশ্যে!! এরপর সেখানে গিয়ে ছবি তুলে!! মূলত বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

১১. ঈমানী দুর্বলতার জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা হলো, সর্বদা আল্লাহর যিকির বা তাঁর স্মরণ করা। মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে বলেন—

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর।"[১২৪]

যারা তাঁকে বেশি বেশি স্মরণ করবে, তাদের সফলতার ব্যাপারে ঘোষণা দিয়ে তিনি ইরশাদ করেন—

﴿ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

"এবং তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর; তাহলে আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।"[১২৫]

আল্লাহর স্মরণ ও যিকির সবচেয়ে বড় জিনিস। মহান আল্লাহ বলেন, "এবং আল্লাহর স্মরণ, এটা সবচেয়ে বড়।" রাসূল ﷺ ঐ ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বলেন, (যার নিকট ইসলামী শরীয়তের বিধি-বিধান অধিক (প্রিয়/কার্যকর) বলে মনে হয়ে থাকে) তোমার জিহ্বা যেন সর্বদা আল্লাহর যিকিরে সিক্ত থাকে।"[১২৬]

---

১২৩. সহীহ বুখারী: ৪২৩
১২৪. সূরা আহযাব: ৪১
১২৫. সূরা জুমুআ: ১০
১২৬. সুনানে তিরমিযী: ৩৩৭৫

ঈমানকে মজবুত করতে হলে অবশ্যই সদা-সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, যখন ভুলে যাবে তখন তোমার প্রভুকে স্মরণ কর। আল্লাহর স্মরণে যে, অন্তরে সুপ্রতিক্রিয়া ঘটে তা বর্ণনা করে মহান প্রভু বলেন–

﴿أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴾

“জেনে রেখ! প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর স্মরণেই অন্তরসমূহ শান্তি পায়।”[১২৭]

অনেকেই বিভিন্ন আমল যেমন, নফল নামাজ, তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করতে কষ্ট অনুভব করে, তাদের জন্য সহজ হলো, সর্বদা দুআ-দরুদ এবং যিকির-আযকারে মশগুল থাকা। এখানে কিছু দুআর কথা উল্লেখ করা হলো–

لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير

“আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তাঁর কোনো শরীক নেই। তাঁর জন্যই রাজত্ব এবং তাঁর জন্যই প্রশংসা। আর তিনি সবকিছুর ওপর ক্ষমতাবান।”

سبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم

“আল্লাহ পবিত্র এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র তাঁরই জন্য। আল্লাহ পবিত্র, সুমহান মর্যাদাশীল।”

لا حول ولا قوة إلا بالله

“আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া পাপ থেকে বিরত থাকা এবং নেক কাজ করা যায় না।”

১২৭. সূরা রা'দ: ২৭

এছাড়াও রয়েছে সকাল-সন্ধ্যার দুআ, মাসজিদে প্রবেশের দুআ, মাসজিদ থেকে বের হওয়ার দুআ, ঘুমানোর দুআ, ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর পঠিত দুআ ইত্যাদি। অর্থাৎ, একজন মুসলমানকে ওঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, যে কোনো কাজ করতে আল্লাহকে স্মরণ করতে হবে।[১২৮]

১২. যেসব বিষয় ঈমানকে তরতাজা করে তার মধ্যে অন্যতম হলো, মুনাজাত বা একান্তভাবে আল্লাহ তাআলাকে ডাকা। বান্দা যত বেশি আল্লাহর একান্ত বাধ্যগত হবে, যত বেশি তাঁর কাছে অবনত হয়ে থাকবে; ততই তাঁর নিকটবর্তী হবে।

রাসূল ﷺ বলেন–

أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء

> "বান্দা সিজাদবনত অবস্থায় তার রবের সবচেয়ে নিকটবর্তী হয়। সুতরাং তোমরা বেশি বেশি দুআ কর।"[১২৯]

কেননা সিজদাবনত অবস্থায় বান্দা বেশি অনুগত থাকে। যখনই বান্দা মস্তককে মাটিতে বিছিয়ে রাখে, তখনই তার রবের বেশি নিকটবর্তী হয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় এক দুআর কথা উল্লেখ করেছেন–

أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك، هذه ناصيتي الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، أسألك مسألة المساكين، وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وذل لك قلبه

১২৮. এসব মাসনূন দুআ শেখার জন্য আমরা 'হিসনুল মুসলিম' নামক কিতাবখানা পড়তে পারি।

১২৯. সহীহ মুসলিম: ৪৮২

"আপনার ইজ্জতের মাধ্যমে আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি। আপনার রহমত ব্যতীত আমার অপমান থেকে বাঁচার কোনো উপায় নেই। আমি আপনার শক্তি দ্বারা আমার দুর্বলতা দূর করতে চাই। আপনার আধিপত্যের মাধ্যমে আমার দারিদ্রতা দূর করতে চাই। আমার এই হতভাগা কপাল আপনার সামনে লুণ্ঠিত। আমি ছাড়া আপনার বান্দা অনেক রয়েছে। কিন্তু আপনি ছাড়া আমার আর কোনো আশ্রয়স্থল ও পরিত্রাণ নেই। আমি আপনার নিকট মিসকীনের মতো ভিক্ষা চাচ্ছি। অনুগতের মতো কাতর প্রার্থনা করছি। ভীতসন্ত্রস্তের মতো ডাকছি। যে আপনার ভয়ে তার পা নিচু করেছে, নাক ধুলোয় ধূসরিত করেছে। যার চক্ষু দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে এবং আপনার ভয়ে যার অন্তর কেঁপে ওঠছে।"

যখন বান্দা এ ধরনের বাক্য দ্বারা মুনাজাত করবে, তখন তার অন্তরে ঈমান অবশ্যই অনেকগুণে বৃদ্ধি পাবে।

তেমনিভাবে আল্লাহর দরবারে নিজের দারিদ্রতার কথা প্রকাশ করলে ঈমান মজবুত হয়। মহান আল্লাহ আমাদেরকে অবহিত করেছেন যে, আমাদের সবকিছুতেই প্রয়োজন রয়েছে, আল্লাহর কোনো কিছুতেই প্রয়োজন নেই। তিনি বলেন—

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ﴾

"হে মানুষ! আল্লাহর নিকট তোমরা সকলেই দরিদ্র। আর আল্লাহ হলেন ধনী, অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।"[১৩০]

১৩. কামনা-বাসনা কম করা: ঈমানকে তাজা করতে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম রহ. বলেন, এ আয়াতের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে—

أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ - ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ - مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ

---

১৩০. সূরা ফাতির: ১৫

"আপনি ভেবে দেখুন তো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর ভোগ-বিলাস করতে দেই, অতঃপর যে বিষয়ে তাদেরকে ওয়াদা দেওয়া হত, তা তাদের কাছে এসে পড়ে। তখন তাদের ভোগ-বিলাস তাদের কি কোনো উপকারে আসবে?"[১৩১]

﴿ كَأَنْ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ ﴾

"মনে হচ্ছে যে, তারা দিনের এক মুহূর্ত সময় অবস্থান করেছে।"[১৩২]

এ হচ্ছে দুনিয়ার অবস্থা। তাই মানুষের উচিত বেশি আকাঙ্ক্ষা না করা যে, আমি আরও বাঁচবো, আরও বেশ কিছুদিন বেঁচে থাকব। সালাফে সালেহীনের কয়েকজন এক ব্যক্তিকে বলেন, আমাদেরকে যোহরের নামাজ পড়ান। তখন সে ব্যক্তি বললেন, আমি যদি যোহরের নামাজ পড়াই; তাহলে আসরের নামাজে ইমামতি করতে পারব না। তখন তিনি তাকে বলেন, মনে হয় আপনি আশা করছেন যে, আপনি আসর পর্যন্ত বেঁচে থ াকবেন। আমরা বেশি আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।

১৪. দুনিয়াকে নগন্য মনে করতে হবে। যেন এর প্রতি অন্তরের টান বা আকর্ষণ সৃষ্টি না হয়। মহান আল্লাহ বলেন–

﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾

"আর এ দুনিয়ার জীবন তো প্রতারণার সামগ্রী বৈ কিছুই নয়।"[১৩৩]

রাসূল ﷺ বলেন, "এ দুনিয়া হলো অভিশপ্ত। এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সবই অভিশপ্ত। একমাত্র আল্লাহর যিকির বা স্মরণ এবং যা এর সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা আলেম কিংবা শিক্ষার্থী।"[১৩৪]

১৫. আল্লাহর নির্দশনসমূহের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা দেখাতে হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন–

---

১৩১. সূরা শুআরা: ২০৫-২০৭

১৩২. সূরা ইউনুস: ৪৫

১৩৩. সূরা আলে ইমরান: ১৮৫

১৩৪. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১১২

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ ﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, তা তার অন্তরের তাকওয়া থেকেই হয়।"[১৩৫]

আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মাঝে রয়েছে কতিপয় স্থান। আবার কিছু কিছু সময়-কালের সাথে সম্পৃক্ত। যেমন, কা'বা শরীফ, রমজান মাস ইত্যাদি।

অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন—

﴿ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴾

"আর যে ব্যক্তি আল্লাহর কায়েম করা সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার রবের নিকট খুবই কল্যাণকর হবে।"[১৩৬]

আল্লাহর দেওয়া সীমারেখাকে সম্মান করার অর্থ হলো, সগীরা গুনাহকে ছোট মনে না করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাযি. বর্ণনা করেন। রাসূল ﷺ বলেছেন, "সাবধান! তোমরা গুনাহকে তুচ্ছজ্ঞান করো না। কেননা, কারো গুনাহ জমতে থাকলে তাকে তা শেষ পর্যন্ত ধ্বংস করে ফেলবে। তিনি এর উদাহরণ এভাবে দিয়েছেন যে, কোনো মরুভূমিতে কিছু লোক খাবারের সময় হলে যেমন প্রত্যেকেই একটু একটু করে খড়কুটা জমা করে। যখন তাতে তারা আগুন ধরায়, তখন সে আগুনে তারা যা দেয় সবই পুড়ে ফেলে।"[১৩৭]

কবি সত্যই বলেছেন—

خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى

واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى

لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى

---

১৩৫. সূরা হাজ্ব: ৩২
১৩৬. সূরা হাজ্ব: ৩০
১৩৭. মুসনাদে আহমাদ: ১০২

গুনাহ পরিত্যাগ কর তা ছোট হোক বড় হোক। তুমি সেভাবে চল যেমন কাঁটাযুক্ত পথে অতি সতর্কতার সাথে চলতে হয়। ছোট বলে তাচ্ছিল্য করো না। কেননা, পাহাড় তৈরি হয় ছোট ছোট কংকর দিয়েই।

১৬. মুমিনদের সাথে সম্পর্ক গড়তে হবে এবং কাফেরদের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে। কেননা, আল্লাহর শত্রুদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। পক্ষান্তরে, মুমিনদের সাথে সম্পর্ক গড়লে ঈমান মজবুত ও তরতাজা হয়।

১৭. বিনয়ী হওয়া ও দুনিয়ার চাকচিক্য পরিত্যাগ করা। কথাবার্তায় চাল-চলনে বিনয়ী হলে অন্তরও বিনয়ী হয়। এ জন্যই রাসূল ﷺ বলেছেন, "সাধাসিধে চাল-চলন হলো ঈমানের অঙ্গ।"[১৩৮]

তিনি আরও বলেছেন, "যে ব্যক্তি ক্ষমতা বা সামর্থ থাকা সত্ত্বেও চাকচিক্যময় পোশাক পরিত্যাগ করল, কিয়ামতের দিন আল্লাহ সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে ডেকে এখতিয়ার দেবেন যে, সে ঈমানের যে পোশাকটি ইচ্ছা পরতে পারবে।"[১৩৯]

আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাযি. এমনভাবে চলাফেরা করতেন যে, তাঁকে এবং তাঁর গোলামদের মাঝে পার্থক্য করা যেত না।

১৮. অন্তরের কিছু করণীয় রয়েছে, যা ঈমানকে মজবুত ও তরতাজা করে। যেমন, আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁকে ভয় করা, তাঁর প্রতি সুধারণা রাখা, তাঁর প্রতি ভরসা করা, তাঁর ফায়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট থাকা, তাঁর নিকট তাওবা করা ইত্যাদি। বান্দাকে অবশ্যই এমন এক অবস্থানে পৌঁছতে হবে; যেন সে ঈমানের ওপর সুদৃঢ় থাকে। কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধরে আল্লাহমুখী হয় এবং তাকওয়া অবলম্বন করে।

১৯. আত্মসমালোচনা করা ঈমানকে মজবুত করার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মহান পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন–

---

১৩৮. সুনানে ইবনে মাজাহ: ৪১১৮
১৩৯. সুনানে তিরমিযী: ২৪৮১

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ﴾

"হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত, আগামী কালের জন্য সে কী প্রেরণ করে, তা চিন্তা করা।"[১৪০]

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বলেন–

حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا

"তোমরা হিসাব দেওয়ার পূর্বেই নিজেদের হিসাব কর।"

একজন মুসলমানের উচিত সে এক নির্দিষ্ট সময়ে একাকী নিজের কাজের পর্যালোচনা করে তার হিসাব নেবে এবং লক্ষ্য করবে যে, সে পরকালের জন্য কী করেছে?

২০. পরিশেষে আল্লাহর নিকট সর্বদা দুআ করা; যেন ঈমান মজবুত হয়, দুর্বলতা দূর হয়। রাসূল ﷺ বলেন–

إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم

"নিশ্চয়ই তোমাদের পেটের মাঝে ঈমান জরাজীর্ণ হয়ে পড়ে। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট দুআ কর; যেন তিনি তোমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নতুন করে দেন।"

হে আল্লাহ! আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনার সুন্দরতম নাম এবং সুমহান গুণাবলির মাধ্যমে যেন আপনি আমাদের অন্তঃকরণে ঈমানকে নব জীবন দান করেন। হে আল্লাহ! আমাদের নিকট ঈমানকে পছন্দনীয় করে দিন। এবং তা আমাদের অন্তঃকরণে সৌন্দর্যময় করে তুলুন। আমাদের নিকট কুফরী, খোদাদ্রোহীতা এবং অবাধ্যতাকে ঘৃণিত করে দিন। আর আমাদেরকে হিদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করুন (আমীন)। আমাদের প্রভু

১৪০. সূরা হাশর: ১৮

প্রশংসিত এবং তা হতে পবিত্র যা তারা (কাফের-মুশরিকরা) সাব্যস্ত করে। রাসূলগণের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সমস্ত প্রশংসা একমাত্র বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের জন্য।